যেহেতু Motor Vehicle Ordinance, 1983 (Ordinance No. 55 of 1983)-এর অধিকতর সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করিয়া বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করা প্রয়োজন, সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন করা হইল-

সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৬

প্রথম অধ্যায়

ধারা	
১।	**সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ-** (১) এই আইন "সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৬" নামে অভিহিত হইবে; (২) সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির তারিখ হইতে ইহা সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হইবে;
২।	**সংজ্ঞা**
	১। ''অ-পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স'' অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স যাহা দ্বারা কোনো ব্যক্তি কাহারও বেতনভোগী কর্মচারী না হইয়া কোনো হালকা মোটরযান চালাইবার অথবা পরিবহনযান ভিন্ন অন্যান্য মোটরযান চালাইবার অধিকারী হন;
	২। ''আমলযোগ্য অপরাধ'' অর্থ সেই সমস্ত অপরাধ যাহাতে বর্তমানে বলবত যেকোন আইন অনুসারে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ব্যতীত কোনো পুলিশ কর্মকর্তা কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন;
	৩। "আনলেডেন ওজন" অর্থ ড্রাইভার বা পরিচালকের ওজন ব্যতীত একটি মোটরযান বা ট্রেইলর এর এইরুপ ওজন যাহা ঐ মোটরযান বা ট্রেইলর কার্যরত অবস্থায় তাহাতে যে ই সব সরঞ্জামাদি ব্যবহৃত হয় উহার ওজন যাহার অন্তর্ভুক্ত, এবং যেইক্ষেত্রে বিকল্প খুচরা অংশ বা বডি ব্যবহৃত হয় সেইক্ষেত্রে মোটরযানটির আনলেডেন ওজন অর্থ তাহার সর্বাধিক ভারী বিকল্প খুচরা অংশ বা বডিসহ ওজন;
	৪। ''এক্সপ্রেস ক্যারিজ'' অর্থ এইরুপ একটি মোটরযান যাহা ভাড়ার বিনিময়ে যাত্রী বহনের জন্য ব্যবহৃত হয় বা যাত্রী বহনের উপযোগী ক রিয়া রাখা হয়। এইরূপ গাড়ি থামাইবার একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকিবে এবং দুইটি স্টপেজের মধ্যবর্তী দূরত্ব অনধিক ৩২ কিলোমিটার হইবে। তবে জেলা সদরের নির্দিষ্ট স্থানে একবার থামাইবার ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না;
	৫। ''এক্সেল'' অর্থ মোটরযান বা ট্রেইলার এর ভারবহনকারী দন্ড বা ঘূর্ণায়মান দন্ড যাহার উপর বা সহিত মোটরযান বা ট্রেইলারের চাকা ভূমির সংস্পর্শে ঘুরে;
	৬। ''এক্সেল লোড'' অর্থ কোনো মোটরযানের যে পৃষ্ঠের উপর যানটি অবস্থিত সেই পৃষ্ঠের উপর উক্ত এক্সেলের সহিত সংযুক্ত সকল চাকার মাধ্যমে সঞ্চারিত মোট ওজন;
	৭। "ওজন" অর্থ একটি মোটরযান কোনো সমতলে অবস্থানকালে মোটরযানটির চাকাগুলি দ্বারা সমতলে নিপতিত সর্বমোট ওজন;
	৮। ''কর্তৃপক্ষ'' অর্থ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ);

	৯। ''কন্ট্রাক্ট ক্যারিজ'' অর্থ নির্ধারিত হারে ভাড়ার বিনিময়ে নিম্নরূপ শর্তে সম্পূর্ণ মোটরযান ব্যবহারের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চুক্তির অধীন যে মোটরযান- (ক) কোনো রুট বা দূরত্ব উল্লেখপূর্বক বা উল্লেখ ব্যতীত, সময়ের ভিত্তিতে, অথবা (খ) এক স্থান হইতে অন্য স্থানে; এবং (গ) উভয় ক্ষেত্রে, চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ রুট লাইন হইতে কোনো যাত্রী উঠাইবার অথবা নামাইবার জন্য না থামিয়া চলাচল করে; এবং ভাড়ায় প্রদত্ত যানবাহন, মাইক্রোবাস, ট্যাক্সিক্যাব, মোটর সাইকেল বা অনুরূপ যানবাহন ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যদিও যাত্রীগণ পৃথক ভাড়া প্রদান করে।
	১০। ''কন্ডাক্টর লাইসেন্স'' অর্থ কোন মোটরযানে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কন্ডাক্টর হিসাবে কাজ করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স;
	১১। ''কোম্পানি'' অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন গঠিত ও নিবন্ধিত কোনো কোম্পা নি অথবা বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন গঠিত কোনো কোম্পা নি অথবা আইন দ্বারা গঠিত কোনো করপোরেশন অথবা সরকার বা বিআরটিএ কর্তৃক অনুরূপভাবে স্বীকৃত কোনো ব্যবসা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা অংশীদারী কারবার;
	১২। ''ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'' অর্থ সরকার বা বিআরটিএ বা কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোনো কর্মকর্তা;
	১৩। "পাবলিক সার্ভিস মোটরযান" অর্থ ভাড়ার বিনিময়ে যাত্রী পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত বা ব্যবহারের জন্য উপযোগী যে কোন মোটরযান;
	১৪। ''চ্যাসিস'' অর্থ মোটরযানের প্রধান কার্যকরী অংশ বা ফ্রেম বা ভিত্তি কাঠামো যাহার উপর প্রধান যন্ত্রাংশ ও বডি সংযুক্ত থাকে এবং যাহা মোটরযান সনাক্তকারী ইউনিক নম্বর বহন করে;
	১৫। ''ট্রাক্টর'' অর্থ একটি মোটরযান যাহা প্রধানতঃ কৃষি, চাষাবাদ, উদ্যান, বনায়ন ইত্যাদি কাজের যন্ত্র হিসাবে ডিজাইনকৃত, নির্মিত এবং ব্যবহৃত হয় কিন্তু পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ছাড়া নিজে কোনো ভার বহ নের জন্য নির্মিত নয় এবং যাহার অ -বোঝাইকৃত ওজন ৭৫০০ কিলোগ্রাম এর বেশী নয় এবং শুধুমাত্র এ ইরূপ কাজের স্থানে যাতায়াতের সময় রাস্তায় চালিত হয়, যাহা একটি রোড রোলারকে অন্তর্ভুক্ত করে না;
	১৬। ''ট্রাফিক সাইন বা সংকেত'' অর্থ এই আইন বা তৎঅধীনে প্রণীত কোনো বিধি বা প্রবিধানে প্রণীত বা উদ্ভাবিত 'জাতীয় ট্রাফিক সাইন ম্যানুয়াল' বা পুস্তিকায় প্রদত্ত বা বর্ণিত বা সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আকার, রং বা ধরণের সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে, এইরূপ প্রোথিত বা বহনযোগ্য সকল চিহ্ন, সংকেত, মার্কিং এবং যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ, যাহা ভাষা, উৎকীর্ণ লিপি, প্রতীক, ঘন্টা অথবা আলো বা বাতি ব্যবহার ক রিয়া ট্রাফিককে তথ্য, পথনির্দেশ, সতর্ক সঙ্কেত বা নির্দেশনা প্রদানের জন্য অথবা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান বা কর্মকর্তার কর্তৃত্বাধীনে বা তত্ত্বাবধানে তা হার এখতিয়ারভুক্ত কোনো এলাকা বা সড়ক বা মহাসড়কে কিংবা লেভেল ক্রসিং গেইটে স্থাপিত বা উত্তোলিত বা যে কোনো ভাবে প্রদর্শিত;
	১৭। ''ট্যাক্স-টোকেন'' অর্থ মোটরযানের উপর আরোপিত ট্যাক্স বা কর পরিশোধের পর কর আদায়কারী কর্মকর্তা বা অনুমোদিত কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক কর পরিশোধকারী বরাবরে ইস্যুকৃত টোকেন বা কার্ড বা সনদ;
	১৮। "ট্রেইন ওজন" অর্থ ট্রেইলরসহ **প্রাইম মুভার এর** মোট লেডেন ওজন;
	১৯। ''ট্রেইলার'' অর্থ একটি পার্শ্বকার বা সম্মুখকার ব্যতীত একটি মোটরযান, যন্ত্র, মেশিন বা অন্য কোনো কাঠামো , যাহা ইহার নিজস্ব শক্তি দ্বারা চালিত হওয়ার জন্য ক্ষমতা সম্পন্ন নয় এবং অন্য কোনো মোটরযান দ্বারা টানিয়া লইবার জন্য ডিজাইনকৃত কিন্তু টানিয়া লইয়া যাওয়া উক্ত মোটরযান ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়;
	২০। "ড্রাইভিং লাইসেন্স'' অর্থ নির্দিষ্ট কোনো একটি মোটরযান বা কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির মোটরযান চালানোর জন্য কোনো ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত লাইসেন্স;
	২১। ''ড্রাইভার প্রশিক্ষণ স্কুল'' অর্থ মোটরযান চালনায় তাত্ত্বিক , ব্যবহারিক বা উভয় বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের কোনো ব্যব সায়িক উদ্যোগ, যাহার জন্য প্রশিক্ষণ ফি আদায় করা হয়;
	২২। ''ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর'' অর্থ ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য মোটরযান চালানোর উপযুক্ততা ও সংশ্লিষ্ট জ্ঞান পরীক্ষার জন্য, অথবা এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত কোনো বিধি বা প্রবিধানের অধীন অন্য কোনো উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি;

	২৩। ''দুর্ঘটনা'' অর্থ কোনো সড়ক বা মহাসড়কে বা প্রকাশ্য স্থানে মোটরযান বা অন্য কোনো যান বাহন ব্যবহারের দ্বারা বা উহা হইতে উদ্ভুত কোনো অঘটন বা ঘটনা সংঘটন, যাহার ফলে কোনো ব্যক্তি বা প্রাণীর মৃত্যু বা উহার দেহে গুরুতর জখম বা জখম সংঘটিত হইয়াছে অথবা কোনো সম্পত্তি, যানবাহন বা স্থাপনার ক্ষতি সাধিত হইয়াছে;
	২৪। ''দোষসূচক পয়েন্ট'' অর্থ মোটরযান চালককে প্রদত্ত পয়েন্ট হইতে এই আইনের তফসিলে ও বিধিতে বর্ণিত কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে কর্তনকৃত পয়েন্ট;
	২৫। ''নিরব এলাকা'' অর্থ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত বা নির্দেশিত এলাকা বা স্থান যেখানে শব্দ সংকেত ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ;
	২৬। ''পথচারী পারাপার" অর্থ সড়ক বা মহাসড়কের একটি নির্দিষ্ট স্থান যেইখানে পথচারীদের নিরাপদে সড়ক বা মহাসড়ক পারাপারের ব্যবস্থা (যেমন: ওভারপাস অথবা আন্ডারপাস অথবা জেব্রা ক্রসিং ইত্যাদি) যাহা যথাযথ ট্রাফিক সাইন বা মার্কিং বা সিগন্যাল দ্বারা স্পষ্টরুপে চিহ্নিত থাকে;
	২৭। ''পরিবহন যান'' অর্থ একটি বাণিজ্যিক যান, ব্যক্তিগত সেবা যান, পণ্যবাহী যান, বাস, আর্টিকুলেটেড যান (হালকা বা ভারী), অসমর্থদের বাহন নয় এইরূপ বিশেষ উদ্দেশ্য যান বা বিশেষায়িত যান, দ্বৈত উদ্দেশ্য যান, যেইক্ষেত্রে টানিয়া লইবার যানটি একটি মোটরকার এবং সম্মিলন বা কম্বিনেশনটি ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্য কিছু বহনের জন্য ব্যবহৃত হয় এইরূপ কোনো মোটরযান ও ট্রেইলার এর সম্মিলন বা কম্বিনেশন, শুধুমাত্র কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয় এ ইরূপ একটি লোকোমোটিভ বা ট্রাক্টর ব্যতীত অন্য সকল লোকোমোটিভ বা ট্রাক্টর, পর্যটক যান, টানিয়া লইবার গাড়ি বা ট্রাক;
	২৮। "পার্কিং এলাকা" অর্থ উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা দপ্তর দ্বারা নির্ধারিত এইরুপ স্থানসমূহ যেইখানে কোনো মোটরযান দাঁড়াইতে বা অবস্থান করিতে পারিবে, তবে এই দাঁড়ানো বা অবস্থানের সময়সীমা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে;
	২৯। "পারমিট" অর্থ কোনো মোটরযানকে পরিবহন যান, কন্ট্রাক্ট ক্যারিজ বা স্টেইজ ক্যারিজ বা ব্যক্তিগত সেবা যান বা দ্বৈত উদ্দেশ্য যান বা বিশেষ উদ্দেশ্য যান বা পর্যটক যান বা প্রমোদ পরিবহন হিসাবে ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান করিয়া অথবা ব্যক্তিগত বা নিজস্ব পরিবহন বা সাধারণ পরিবহনের মালিককে উক্ত যান ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান করিয়া কর্তৃপক্ষ বা যে কোনো পরিবহন কমিটির প্রদত্ত অনুমতিপত্র বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এন্ডোর্সকৃত পারমিট যাহা অস্থায়ী পারমিটকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে;
	৩০। ''পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স '' অর্থ লাইসেন্স কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স যাহা দ্বারা কোনো ব্যক্তি একজন বেতনভোগী কর্মচারী হিসাবে যেকোনো বাণিজ্যিক যান বা ভারী মোটরযান বা মাঝারি মোটরযান অথবা যেকোনো ধরনের যান চালানোর অধিকারী হন;
	৩১। ''পেশাদার চালক'' অর্থ এইরুপ ব্যক্তি যিনি একটি পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্সের অধিকারী;
	৩২। ''প্রকাশ্য স্থান' অর্থ কোনো সড়ক বা মহাসড়ক বা অন্য কোনো স্থান, যেইখানে জনগণের প্রবেশের অধিকার রহিয়াছে এবং মোটরযান থামাইবার বা দাঁড়াইবার কোনো স্থান যেইখানে স্টেইজ ক্যারিজ বা কন্ট্রাক্ট ক্যারিজ কর্তৃক যাত্রী উঠানো বা নামানো হয়;
	৩৩। ''প্রস্তুতকারক'' অর্থ এইরুপ কোনো প্রতিষ্ঠান যেইখানে মোটরযানের কোনো একটি বা একাধিক প্রধান অংশ বা সকল অংশ নির্মিত হয় এবং কোনো নির্দিষ্ট একটি Trade Mark যুক্ত মোটরযানের সম্পূর্ণ চেসিস নির্মিত হয়, তাহাতে বডি সংযুক্ত করা হউক বা না হউক, এবং যেই ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠান নির্মিত পণ্যের সর্বপ্রকার অধিকার সংরক্ষিত রাখে;
	৩৪। ''প্রশাসনিক আপীল'' অর্থ কর্তৃপক্ষের কোনো আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আদেশ দানকারীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রতিকার প্রার্থনা;
	৩৫। ''প্রাইভেট সার্ভিস যান '' অর্থ এইরুপ কোনো মোটরযান যাহা মোটরযান চালক ব্যতীত আটজনের অধিক লোক বহনের জন্য নির্মিত বা প্রস্তুতকৃত এবং যাহা মালিকের পক্ষ হইতে তাহার ব্যবসা সম্পর্কিত কাজে এবং দাপ্তরিক জনবল বিনা ভাড়ায় বহনের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে সরকারী প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় এইরুপ কোনো মোটরযান প্রাইভেট সার্ভিস যান হিসাবে গণ্য হইবে না;
	৩৬। "প্রাইম মুভার" অর্থ একটি মোটরযান যাহা ট্রেইলর বা অন্য মোটরযান টানিয়া নেওয়ার জন্য নির্মিত বা অভিযোজিত কিন্তু পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ছাড়া নিজে কোন ভার বহনের জন্য নির্মিত নয়;

	৩৭। ফিটনেস''সার্টিফিকেট'' অর্থ কোনো মোটরযানের ফিটনেস সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র যাহা মোটরযান সম্পর্কিত আইন ও ইহার অধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধান এবং বিআরটিএ কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অন্যান্য আবশ্যকতা পুরণ করে;
	৩৮। ''বাণিজ্যিক মোটরযান'' অর্থ কোনো পারমিট, ফ্রাঞ্চাইজ বা অপারেটর লাইসেন্সের অধীন ব্যবহৃত বা পরিচালিত কোনো গণ পরিবহন, বা নিজস্ব পরিবহন যান, অথবা কোনো ব্যবসা বা বাণিজ্যের কাজে ব্যবহৃত কোনো মোটরযানকে বুঝাইবে;
	৩৯। ''বিচারিক আপীল'' অর্থ এই আইন অনুযায়ী প্রদত্ত বিচারিক আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর ১৩ ধারা এবং ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ৩১ অধ্যায় অনুযায়ী আপীল বুঝাইবে;
	৪০। ''বীমা প্রত্যয়নপত্র'' অর্থ কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত বীমাকারী কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র; এবং নির্ধারিত আবশ্যকতা পালনকল্পে কভার নোট ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং যে ই ক্ষেত্রে কোনো পলিসির বিষয়ে একাধিক প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয় অথবা প্রত্যয়নপত্রের কোনো অনুলিপি প্রদান করা হয়, ক্ষেত্রমতে অনুরূপ সকল প্রত্যয়নপত্র বা উক্ত অনুলিপি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
	৪১। ''ভারী মোটরযান'' অর্থ একটি মোটরযান অথবা মোটরযান ও ট্রেইলা রের কম্বিনেশন যাহার নিবন্ধিত ল্যাডেন বা বোঝাইকৃত বা ভারসহ ওজন বা যাহার ট্রে ইল বা শ্রেণিবদ্ধ ওজন অথবা একটি লোকোমোটিভ বা রোড রোলার যাহার আনল্যাডেন বা ভারবিহীন বা অ-বোঝাইকৃত ওজন ৬০০০ কিলোগ্রাম এর অধিক;
	৪২। ''ভাড়া'' অর্থ কোনো স্টেজ ক্যারিজ বা এক্সপ্রেস ক্যারিজ বা সার্ভিস বাস অথবা কন্ট্রাক্ট ক্যারিজে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে টিকেটের জন্য ভাড়া বাবদ প্রদেয় অর্থ বুঝাইবে;
	৪৩। ''মধ্যম মোটরযান'' অর্থ একটি মোটরযান বা মোটরযান ও ট্রেইলারের কম্বিনেশন যাহার নিবন্ধিত ল্যাডেন বা বোঝাইকৃত বা ভারসহ ওজন বা মোটরযানের ট্রেইল বা শ্রেণিবদ্ধ ওজন অথবা একটি লোকোমোটিভ বা রোড রোলার যাহার আনল্যাডেন বা ভারবিহীন বা অ-বোঝাইকৃত ওজন ৩০০১ হইতে ৬০০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত;
	৪৪। "মোটরযান" অর্থ কোনো যন্ত্রচালিত যানবাহন বা পরিবহনের মাধ্যম যাহা সড়ক বা মহাসড়কে বা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত বা নির্মাণ বা অভিযোজন করা হয় এবং যাহার চালিকা শক্তি অন্য কোনো বাহিরের বা ভিতরের উৎস হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে, যাহার সহিত কোনো কাঠামো বা বডি সংযুক্ত হয় নাই এইরুপ চ্যাসিস ও ট্রেইলার ইহার অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু সংস্থাপিত বা আটকানো রেল বা রেললাইন বা রেলপথ দিয়া চলাচলকারী কিংবা একচ্ছত্রভাবে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারখানা বা অন্য কোনো নিজস্ব চত্বরে বা অঙ্গনে ব্যবহৃত যানবাহন অথবা মনুষ্য বা পশু দ্বারা চালিত যানবাহন ইহার অন্তর্ভুক্ত নয় ; (এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত সকল যানবাহনকে বুঝাইবে)
	৪৫। ''মোটরযান চালক'' অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি মোটরযান চালান অথবা উহার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ নিজের নিকট রাখেন;
	৪৬। "মোটরযান মালিক" অর্থ কোনো মোটরযানে যেই ব্যক্তির স্বত্ব রহিয়াছে এবং যাহার নামে মোটরযানটি রেজিস্ট্রেশন হইয়াছে সেই ব্যক্তি এবং যেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি নাবালক সেইক্ষেত্রে উক্ত নাবালকের অভিভাবক, এবং যেইক্ষেত্রে একটি মোটরযান ভাড়া বা চুক্তি বা ক্রয় চুক্তি বা লিজ চুক্তি বা বন্ধক চুক্তি বা ঋণ চুক্তি বা কিস্তিতে মু ল্য পরিশোধের চুক্তি এর অধীনে ক্রয় করা হইয়াছে বা দখল নেওয়া হইয়াছে সেইক্ষেত্রে উক্ত চুক্তির অধীনে মোটরযানটির দখলদার ব্যক্তি, এবং মোটরযানটি স্বত্বা ধিকারী ব্যক্তির জীবনকালে পাওয়ার অব এটর্নিপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং স্বত্বাধিকারী ব্যক্তির জীবনাবসান বা মৃত্যু ঘটিলে উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারীগণ;
	৪৭। ''মোটরযান সংযোজনকারী'' অর্থ এই আইনের অধীন যথাযথভাবে কর্তৃপক্ষ হইতে নিবন্ধিত বা লাইসেন্স প্রাপ্ত বা অনুমোদিত কোনো প্রতিষ্ঠান যেখানে মোটরযানের বিভিন্ন অংশ সংযোজিত হয়; এইরুপ নিবন্ধিত বা লাইসেন্স প্রাপ্ত বা অনুমোদিত মোটরযানের কাঠামো নির্মাতাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
	৪৮। ''মোটর সাইকেল'' অর্থ দুই চাকা বিশিষ্ট একটি মোটরযান যাহার আনলেডেন ওজন ৫০০ কিলোগ্রামের অধিক নয়;
	৪৯। ''রেজিস্ট্রিকৃত এক্সেল লোড'' অর্থ কোনো যানবাহনের এক্সেল বা এক্সেলসমূহের জন্য নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বা নিবন্ধিত এক্সেল লোড;
	৫০। ''রেজিস্ট্রিকৃত লেডেন ওজন'' অর্থ কোনো মোটরযান অথবা ট্রেইলার অথবা মোটরযান ও ট্রেইলারের কম্বিনেশন এর ক্ষেত্রে সেই যানের জন্য নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত লেডেন ওজন;
	৫১। ''রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ'' অর্থ বিআরটিএ অথবা এই আইন বা তৎঅধীনে প্রণীত কোনো বিধি বা প্রবিধান দ্বারা মোটরযান রেজিস্ট্রেশন এর নিমিত্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তির

	মাধ্যমে বিআরটিএ'র ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;
	৫২। ''রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট'' অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো মোটরযান এই আইনের বিধানাবলি অনুসারে যথাযথভাবে রেজিস্ট্রেশন হইয়াছে মর্মে প্রদত্ত সার্টিফিকেট;
	৫৩। "রুট" অর্থ কোনো একটি মোটরযান চলাচল পথের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত চলিবার সময় যে নির্দিষ্ট সড়ক বা মহাসড়ক অতিক্রম করে;
	৫৪। "লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধানমালায় বিনির্দিষ্ট মোটর ড্রাইভিং লাইসেন্স মঞ্জুরকারী কোনো কর্মকর্তাকে বুঝায়;
	৫৫। "শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স" অর্থ ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাধীনে মোটরযান চালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণের নিমিত্ত কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রদত্ত সাময়িক লাইসেন্স;
	৫৬। ''স্টেইজ ক্যারিজ'' অর্থ কোনো বাস অথবা চালক ব্যতীত ০৭ (সাত) এর অধিক যাত্রী বহনকারী বা বহনের জন্য ব্যবহৃত বা অভিযোজিত অন্য কোনো যাত্রীবাহী মোটরযান, যাহা সমগ্র যাত্রার জন্য বা যাত্রার কোনো পর্যায়ের জন্য প্রত্যেক যাত্রী কর্তৃক বা তজ্জন্য পৃথক মূল্যে পরিশোধকৃত ভাড়ার বিনিময়ে যাত্রী পরিবহন করে;
	৫৭। "হালকা মোটরযান" অর্থ একটি মোটরযান অথবা মোটরযান ও ট্রেইলালের কম্বিনেশন, যাহার নিবন্ধিত ল্যাডেন ওজন অথবা একটি ট্রা ক্টর বা রোড রোলার, যাহার আনল্যাডেন ওজন ৩০০০ কিলোগ্রাম এর অধিক নহে;
	৫৮। ''অপেশাদার চালক'' অর্থ এইরুপ একজন ড্রাইভার যিনি কাহারও বেতনভোগী কর্মচারী না হইয়া কোন হালকা মোটরযান চালনা করেন অথবা পরিবহন যান ব্যতিত অন্যান্য ধরনের মোটরযান চালাইয়া থাকেন;
	৫৯। 'কন্ডাক্টর' অর্থ যাত্রিবাহী মোটরযানের যাত্রীদের নিকট হইতে ভাড়া আদায় করা, যাত্রিদের মোটরযানে ওঠা-নামা নিয়ন্ত্রণ করা এবং অন্যান্য নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদনে নিয়োজিত ব্যক্তি;
	৬০। "সোনালী সময়" অর্থ কোনো সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হইবার পরবর্তী ০২ (দুই) ঘণ্টা পর্যন্ত সময়;
	৬১। "বাস" অর্থ মিনিবাস, মাইক্রোবাস এবং অমনিবাস;
	৬২। "মিনিবাস" অর্থ এইরুপ মোটরযান যাহা ড্রাইভার ব্যতীত অনধিক ষোল জন যাত্রী বহনের উপযোগী করিয়া নির্মিত, প্রস্তুতকৃত বা ব্যবহৃত।
	৬৩। "মাইক্রোবাস" অর্থ কোন মোটরযান যাহা চালক ব্যতীত অন্যূন আটজন এবং অনধিক পনের জন যাত্রী বহনের জন্য নির্মিত, প্রস্তুতকৃত বা ব্যবহৃত;
	৬৪। "মোটরক্যাব" অর্থ এইরুপ মোটরযান যাহা ভাড়ার বিনিময়ে চালক ব্যতীত অনধিক ছয় জন যাত্রী বহনের উপযোগী করিয়া নির্মিত, প্রস্তুতকৃত বা ব্যবহৃত;
	৬৫। "প্রতিবন্ধী লোকের বাহন" অর্থ এইরুপ একটি মোটরযান, বোঝাই না করা অবস্থায় যাহার ওজন ২৫০ কিলোগ্রামের অধিক নহে এবং যাহা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত ও নির্মিত হইয়াছে এবং কেবলমাত্র অনুরুপ ব্যক্তি কর্তৃক বা অনুরুপ ব্যক্তির জন্যই ব্যবহৃত হয়;
	৬৬। ''ট্যাগ" অর্থ মোটরযানের মালিকানা, কারিগরি ও অন্যান্য বিবরণ ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণের ডিভাইস;
	৬৭। ''লেন" অর্থ মূল সড়ক বা মহাসড়কের একটি অংশ যাহা মোটরযান চলাচলের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক সুস্পষ্টরুপে চিহ্নিত মার্কিং দ্বারা বিভক্ত;
৩।	**আইনের প্রাধান্য।-** আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর হইবে;

ধারা	মোটরযানের ড্রাইভিং লাইসেন্স
৪।	**ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবশ্যকতা।-** (১) কোনো ব্যক্তি, বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যতীত প্রকাশ্য স্থান বা কোনো ধরনের সড়ক বা মহাসড়কে কোনো মোটরযান চালাইতে পারিবেন না; (২) শিক্ষানবীশ লাইসেন্স ব্যবহার করিয়া কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত লঙ্ঘন করিয়া মোটরযান চালানো যাইবে না; (৩) সংশ্লিষ্ট শ্রেণির লাইসেন্স এবং পাবলিক সার্ভিস মোটরযান পরিচালনার অনুমতি পত্র ব্যতিত কোন ব্যক্তি গণপরিবহন চালাইতে পারিবেন না;
৫।	**মোটরযান চালকের বয়সসীমা।-** (১) ১৮ (আঠারো) বৎসরের কম বয়সী কোনো ব্যক্তি ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্য হইবেন না; (২) ২১ (একুশ) বৎসরের কম বয়সী কোনো ব্যক্তি পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্য হইবেন না; (৩) আবেদনকারীর স্বাস্থ্যগত সক্ষমতার বিষয়টি নিশ্চিত না হইয়া কোনো ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু বা নবায়ন করা যাইবে না;
৬।	**মোটরযান চালকের নিয়োগপত্র।-** কোনো ব্যক্তি বা কোনো নিয়োগকারী বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ মোতাবেক লিখিতভাবে চুক্তি সম্পাদন ও নিয়োগপত্র ব্যতীত মোটরযান চালক হিসাবে চাকরিতে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না কিংবা কোনো ব্যক্তিকে মোটরযান শ্রমিক হিসাবে চাকরিতে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে না;
৭।	**নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এর দায়িত্ব।-** (১) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীন- (ক) প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণ করে না, এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে মোটরযান চালক হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে না; (খ) কোনো ব্যক্তির ড্রাইভিং লাইসেন্স স্থগিত, রহিত বা বাতিল করা হইলে সেই ব্যক্তিকে মোটরযান চালাইবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে না; (গ) মোটরযান চালক ও যানবাহনের প্রয়োজনীয় সকল ডকুমেন্ট মোটরযানে সংরক্ষণ নিশ্চিত করিবেন।
৮।	**ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও রাখার বিধি-নিষেধ।-** (১) কর্তৃপক্ষ ব্যতিত অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সমিতি কোনো প্রকার ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রস্তুত বা ইস্যু করিতে পারিবে না। কোনো চালক এই ধরনের লাইসেন্স সংরক্ষণ ও ব্যবহার করিতে পারিবে না; (২) কোনো ব্যক্তি বিকৃত, পরিবর্তিত, মেয়াদউত্তীর্ণ, নকল, ভুয়া, জাল ইত্যাদি ধরনের ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহার করিতে পারিবেন না; (৩) ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী কোনো ব্যক্তি, তাহার লাইসেন্স অপর কোনো ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না কিংবা উহা ব্যবহার করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন না; (৪) শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বিশেষ শারীরিক সামর্থ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধী বান্ধব মোটরযান চালাইবার লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে;
৯।	**ড্রাইভিং লাইসেন্স মঞ্জুরি।-** ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য (১)শর্তাদি পূরণসাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে আবেদন করিতে হইবে; (২) কর্তৃপক্ষ যথাযথ পদ্ধতিতে উপযুক্ত ক্যাটাগরির লাইসেন্স প্রদান পরিবর্তন ,নবায়ন , ও সংযোজন করিতে পারিবে। তবে শর্তাদি পূরণ না করিলে বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে আবেদন প্রত্যাখান করিতে পারিবে;

	(৩) যেইক্ষেত্রে আবেদনকারী প্রতিরক্ষা বাহিনীর চাকরিতে নিয়োজিত রহিয়াছেন এবং একটি বৈধ আর্মি ড্রাইভিং লাইসেন্স রহিয়াছে সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণসহ অন্যান্য শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে; (৪) শিক্ষানবিস লাইসেন্স ব্যতীত ড্রাইভিং লাইসেন্স বাংলাদেশের সর্বত্র কার্যকর হইবে; (৫) ড্রাইভিং লাইসেন্স নির্দিষ্ট মেয়াদে হইবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্ত পালন সাপেক্ষে নবায়ন করা যাইবে ; (৬) নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্ত পালন করিয়া লাইসেন্স নবায়নে ব্যর্থ হইলে সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ লাইসেন্স দিয়া মোটরযান চালানো যাইবে না; (৭) ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যুর সময় কর্তৃপক্ষ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতি শ্রেণির লাইসেন্সের বিপরীতে সুনির্দিষ্ট সংখ্যক পয়েন্ট বরাদ্দ করিবে; (৮) ড্রাইভিং লাইসেন্সধারীর ঠিকানা পরিবর্তন হইলে ০১ (এক) মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে নতুন ঠিকানা ড্রাইভিং লাইসেন্সে লিপিবদ্ধ করাইবেন ;
১০।	**প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন ওড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যুর বিশেষ ক্ষমতা।-** (১) প্রতিরক্ষা বাহিনীর মালিকানাধিন মোটরযানসমূহের রেজিস্ট্রেশন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ইউনিট প্রদান করিতে পারিবে। এই ধরনের মোটরযান চালানোর জন্য সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য ড্রাইভিং লাইসেন্সও একই ইউনিট ইস্যু করিতে পারিবে। তবে ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হয় এইরুপ কোনো মোটরযান ইহার আওতায় আসিবে না; (২) উপধারা-১ মোতাবেক ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যুর তথ্য সরকার যে কোনো সময় চাহিতে পারিবে। এইক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করিবে;
১১।	**বিদেশি ড্রাইভিং লাইসেন্স।-** (১) বিদেশি কোনো ব্যক্তি নিজ দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন ও এন্ডোর্স করিয়া লাইসেন্সের মেয়াদকালীন সমগ্র বাংলাদেশে মোটরযান চালাইতে পারিবেন; (২) কোনো বিদেশী নাগরিক যথাযথ পদ্ধতিতে বাংলাদেশী লাইসেন্স গ্রহণ করিয়াও মোটরযান চালাইতে পারিবেন; (৩) এই আইনের ব্যত্যয় হয় এইরুপ কোনো কর্মকান্ডের জন্য কর্তৃপক্ষ বিদেশীকে প্রদত্ত ড্রাইভিং লাইসেন্স অথবা বিদেশী ড্রাইভিং লাইসেন্সে প্রদত্ত এন্ডোর্সমেন্ট স্থগিত, রহিত বা বাতিল করিতে পারিবে। এক্ষেত্রে বিদেশি লাইসেন্সধারী বাংলাদেশে মোটরযান চালনা করিতে পারিবেন না।
১২।	**লাইসেন্সধারীকে অযোগ্য ঘোষণা এবং লাইসেন্স প্রত্যাহার, বাতিল ও স্থগিতকরণ।-** (১) কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির নিকট যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত ভিত্তি থাকে যে, লাইসেন্সধারী ব্যক্তি অপ্রকৃতিস্থ, অসুস্থ, শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম, মাতাল, অভ্যাসগত অপরাধী কিংবা অন্য কোনো কারণে মোটরযান চালাইতে অপারগ তাহা হইলে তিনি লাইসেন্সধারীকে অযোগ্য ঘোষণা কিংবা ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রত্যাহার, স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে; (২) মোটরযান চালক ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তির শর্তাবলীর যেকোনো একটি অথবা এই আইনের পরিপন্থী কোনো কাজ করিলে অথবা সরকার বা কর্তৃপক্ষের জারিকৃত কোনো আদেশ বা নীতিমালা অমান্য করিলে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট মেয়াদে ড্রাইভিং লাইসেন্স স্থগিত বা প্রত্যাহার কিংবা বাতিল করিতে পারিবে ; (৩) উপধারা- ১ ও ২ অনুযায়ী কোনো লাইসেন্স প্রত্যাহার বা স্থগিত কিংবা বাতিল করা হইলে সেই লাইসেন্স বর্ণিত মেয়াদে বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না এবং এইরুপ অযোগ্য ঘোষিত লাইসেন্সধারী, উক্ত লাইসেন্স ব্যবহার করিয়া কোনো মোটরযান চালাইতে পারিবেন না; (৪) ড্রাইভিং লাইসেন্সের ৫০% পয়েন্ট কর্তন হইলে লাইসেন্সটি এক বৎসর এর জন্য স্থগিত হইবে এবং সমুদয় পয়েন্ট কর্তন হইলে লাইসেন্সটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইয়া যাইবে। বাতিলের এক বৎসর পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট শ্রেণির লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য পুনরায় আবেদন করিতে পারিবেন ; তবে পয়েন্ট কর্তনজনিত কারণে দুইবার লাইসেন্স বাতিল হইয়া থাকিলে লাইসেন্স প্রাপ্তির অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন; (৫) লাইসেন্সের বিপরীতে পয়েন্ট বরাদ্দ বা দোষসূচক পয়েন্ট কর্তন বা কর্তনকৃত পয়েন্ট পুনরুদ্ধারের পদ্ধতি বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে ; (৬) এখতিয়ার সম্পন্ন কোনো আদালত, এই আইনের অধীন কোনো অপরাধে লাইসেন্সধারী কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট মেয়াদে অযোগ্য ঘোষণা কিংবা ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রত্যাহার বা স্থগিত কিংবা বাতিল করিতে পারিবে;

ধারা	কন্ডাক্টর লাইসেন্স
১৩।	**কন্ডাক্টর লাইসেন্সের আবশ্যকতা।-** (১) কোনো ব্যক্তি কন্ডাক্টর লাইসেন্স ব্যতীত কোনো গণপরিবহনে কন্ডাক্টর হিসাবে কাজ করিতে পারিবেন না; (২) ভারী লাইসেন্স এবং পাবলিক সার্ভিস ভেহিক্যাল (পিএসভি) পরিচালনার অনুমতিপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি গণপরিবহনে কন্ডাক্টর লাইসেন্স ব্যতীত কন্ডাক্টর হিসাবে কাজ করিতে পারিবেন;
১৪।	**কন্ডাক্টরের বয়সসীমা ও যোগ্যতা।-** (১) ১৮ (আঠারো) বছরের নিচে কোনো ব্যক্তি কন্ডাক্টর লাইসেন্স প্রাপ্য হইবেন না; (২) লিখিবার ও পড়িবার সক্ষমতা থাকিতে হইবে; (৩) শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম হইতে হইবে;
১৫।	**কন্ডাক্টরের নিয়োগপত্র।-** (১) কোনো ব্যক্তি বা নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কন্ডাক্টর লাইসেন্স ব্যতীত এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ মোতাবেক লিখিতভাবে চুক্তি সম্পাদন ও নিয়োগপত্র ব্যতীত কাহাকে কন্ডাক্টর হিসাবে কাজ করাইতে কিংবা নিয়োগ করিতে পারিবেন না; (২) নিয়োগকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই আইনের অধীন- (ক) প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণ করে না, এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে কন্ডাক্টর হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে না; (খ) কোনো ব্যক্তির কন্ডাক্টর লাইসেন্স স্থগিত, রহিত বা বাতিল করা হইলে সেই ব্যক্তিকে দায়িত্বে নিয়োজিত করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে না; (গ) কন্ডাক্টর ও যানবাহনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ডকুমেন্ট যানবাহনে সংরক্ষণ নিশ্চিত করিবেন।
১৬।	**কন্ডাক্টর লাইসেন্স।-** (১) কর্তৃপক্ষ ব্যতিত অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সমিতি কোনো প্রকার কন্ডাক্টর লাইসেন্স প্রস্তুত ও ইস্যু করিতে পারিবে না। কোনো কন্ডাক্টর এই ধরনের লাইসেন্স সংরক্ষণ ও ব্যবহার করিতে পারিবে না; (২) কোনো ব্যক্তি বিকৃত, পরিবর্তিত, অকার্যকর, নকল, ভুয়া, জাল ইত্যাদি ধরনের কন্ডাক্টর লাইসেন্স ব্যবহার করিতে পারিবেন না; (৩) কন্ডাক্টর লাইসেন্সধারী কোনো ব্যক্তি তাহার লাইসেন্স অপর কোনো ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিতে কিংবা উহা ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না। **কন্ডাক্টর লাইসেন্স মঞ্জুরি-** (১)কন্ডাক্টর লাইসেন্সের জন্য শর্তাদি পূরণসাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে আবেদন করিতে হইবে; (২) কর্তৃপক্ষ যথাযথ পদ্ধতিতে উক্ত লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে; (৩) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কন্ডাক্টর লাইসেন্স বাংলাদেশের সর্বত্র কার্যকর হইবে; (৪) কন্ডাক্টর লাইসেন্স নির্দিষ্ট মেয়াদে হইবে এবং মেয়াদান্তে নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্ত পালনসাপেক্ষে নবায়ন করা যাইবে।

১৭।	**লাইসেন্সধারীকে অযোগ্য ঘোষণা এবং লাইসেন্স প্রত্যাহার, বাতিল ও স্থগিতকরণ-**
	(১) কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির নিকট যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত ভিত্তি থাকে যে, লাইসেন্সধারী ব্যক্তি অপ্রকৃতিস্থ, অসুস্থ বা শারীরিকভাবে অক্ষম, মাতাল, অভ্যাসগত অপরাধী কিংবা অন্য কোনো কারণে মোটরযান চালাইতে অপারগ তাহা হইলে তিনি লাইসেন্সধারীকে অযোগ্য ঘোষণা কিংবা কন্ডাক্টর লাইসেন্স প্রত্যাহার, স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে;
	(২) এখতিয়ার সম্পন্ন কোনো আদালত, এই আইনের অধীন কোনো অপরাধে লাইসেন্সধারী কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট মেয়াদে অযোগ্য ঘোষণা কিংবা কন্ডাক্টর লাইসেন্স প্রত্যাহার বা স্থগিত কিংবা বাতিল করিতে পারিবে;
	(৩) উপধারা- ১ ও ২ অনুযায়ী কোনো লাইসেন্স প্রত্যাহার বা স্থগিত কিংবা বাতিল করা হইলে সেই লাইসেন্স বর্ণিত মেয়াদে বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না এবং অযোগ্য ঘোষিত লাইসেন্সধারী, উক্ত লাইসেন্স ব্যবহার করিয়া কোনো গণপরিবহনে কন্ডাক্টর হিসাবে কাজ করিতে পারিবে না।
১৮।	**আদেশের কার্যকারিতা ও লিপিবদ্ধকরণ-**
	(১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্সধারীকে অযোগ্য ঘোষণা কিংবা লাইসেন্স প্রত্যাহার বা বাতিল বা স্থগিত করা হইলে, আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে উহা কার্যকর বলিয়া বিবেচিত হইবে;
	(২) আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি উপধারা-১ এর প্রদত্ত আদেশ যথাযথ পদ্ধতিতে লাইসেন্সে ও ডাটাবেজে প্রতিফলন করিবেন বা করাইবেন;
ধারা	**মোটরযান রেজিস্ট্রেশন**
১৯।	**রেজিস্ট্রেশনের আবশ্যকতা।-**
	(১) রেজিস্ট্রেশন এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বা মোটরযান মালিক প্রকাশ্য স্থানে মোটরযান চালাইতে কিংবা চালাইবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না;
	(২) রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্লেট সংযোজন ও প্রদর্শন , ট্যাগ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অনুরুপ ডিভাইস মোটরযানে সংযোজন ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বা মোটরযান মালিক প্রকাশ্য স্থানে মোটরযান চালাইতে কিংবা চালাইবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না;
	)৩ (এই আইনের ৩৭ ধারার বিধান প্রতিপালন এবং নির্ধারিত শর্তসমূহ পূরণে ব্যর্থ হইলে রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর মোটরযান রেজিস্ট্রেশন করিতে অস্বীকার করিতে পারিবে এবং এইক্ষেত্রে আবেদনকারীকে এইরুপ অস্বীকৃতির কারণ লিখিতভাবে জানাইতে হইবে;
	(৪) সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্তৃপক্ষ, গেজেট প্রজ্ঞাপনের দ্বারা প্রকারভেদে মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের ও লাইসেন্স এর জন্য ফি নির্ধারণ করিতে পারিবে;
	(৫) **প্রতিটি ট্রেইলরের জন্য পৃথক রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকিতে হইবে। প্রতিটি ট্রেইলরের রেজিস্ট্রেশন নম্বর নির্ধারিত পদ্ধতি মোতাবেক ট্রেইলরের বাম পার্শ্বে প্রদর্শন করিতে হইবে**
	(৬) **এক বা একাধিক ট্রেইলর টানিয়া লইবার জন্য ব্যবহৃত প্রাইম মুভার বা ট্রাক্টর এর রেজিস্ট্রেশন নম্বর নির্ধারিত পদ্ধতি মোতাবেক ট্রেইলরের পিছনে বা একাধিক ট্রেইলরের ক্ষেত্রে সর্বশেষ ট্রেইলরের পিছনে প্রদর্শন করিতে হইবে**
২০।	**অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন।-**
	(১) বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো মোটরযান মালিক বা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন;
	(২) নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ হইবে এক মাস;
	(৩) যে সকল মোটরযানের চেসিসের সহিত দেশে বডি তৈরি করে সংযোজন করা হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফি আদায় সাপেক্ষে অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ আরো ০৩ (তিন) মাস পর্যন্ত বর্ধিত করা যাইবে;
	(৪) অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন কোনো ক্রমেই ০৪ (চার) মাসের বেশী এবং নবায়নযোগ্য হইবে না;

	(৫) অস্থায়ীভাবে বাংলাদেশে আগত কিংবা বাংলাদেশ পরিত্যাগকারী মোটরযানের উপর ধার্যকৃত ট্যাক্স, ফি, লেভী ইত্যাদির জন্য ফি নির্ধারণ করিতে পারিবে;

২১।	**রেজিস্ট্রেশনের স্থান।-** (১) মোটরযান মালিকের স্থায়ী বা বর্তমান ঠিকানার অধিক্ষেত্রের রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করিতে হইবে; তবে, কূটনৈতিক কোর এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষ নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রদান করিবে; (২) কূটনৈতিক কোর এর ক্ষেত্রে বিশেষ রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ অতিক্রান্ত হইলে কিংবা উক্ত মোটরযান বাংলাদেশে বিক্রয় বা হস্তান্তর করা হইলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমতিক্রমে ১৯ ধারার বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করিতে হইবে; (৩) কোনো মোটরযান মালিকের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের ঠিকানা পরিবর্তন হইলে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষকে নির্ধারিত ফরমে লিখিতভাবে অবহিত করিয়া নির্ধারিত ফি পরিশাধপূর্বক পরিবর্তিত ঠিকানা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে;
২২।	**মোটরযান প্রদর্শন।-** (১) মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের সময় বাস্তব পরিদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্ট মোটরযানটি কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদর্শন করিতে হইবে; (২) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে মোটরযানের মালিকানা পরিবর্তন রেকর্ডভুক্তকরণের ক্ষেত্রে বাস্তব পরিদর্শনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সংশ্লিষ্ট মোটরযান প্রদর্শন করিতে হইবে; (৩) রেজিস্ট্রেশনকৃত মোটরযানের কারিগরি পরিবর্তন অথবা মোটরযানের অভ্যন্তরিণ বা বাহ্যিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং পরিবর্তনের পর বাস্তব পরিদর্শনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সংশ্লিষ্ট মোটরযান প্রদর্শন করিতে হইবে;
২৩।	**মোটরযানের মালিকানা পরিবর্তন।-** (১) রেজিস্ট্রেশনকৃত কোনো মোটরযানের মালিকানা পরিবর্তন হইলে হস্তান্তরকারীকে হস্তান্তরের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষকে নির্ধারিত ফরমে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে; (২) রেজিস্ট্রেশনকৃত কোনো মোটরযানের মালিকানা পরিবর্তন হইলে নতুন মালিকের তথ্যাদি ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে গ্রহীতা কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে বাধ্যতামূলকভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে; (৩) উপধারা-২ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে নতুন মোটরযান মালিকের তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিতে ব্যর্থ হইলে মোটরযানটি ব্যবহার করা যাইবে না;
২৪।	**রেজিস্ট্রেশন ব্যতিত মোটরযান বিক্রয় বা হস্তান্তরে বাধা-নিষেধ।-** (১) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশন ব্যতিত কোনো মোটরযান অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট কিস্তিতে বা চুক্তিতে বা ইজারায় বা অনুরূপ অন্য কোনো পদ্ধতিতে বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবে না; (২) কোনোব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিস্তিতে বা চুক্তিতে বা ইজারায় বা অনুরূপ অন্য কোনো পদ্ধতিতে মোটরযান ক্রয় করিলে ক্রয়ের সমর্থনে চুক্তিনামা দাখিল করিয়া ক্রয়কারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রধানের নামে রেজিস্ট্রেশন করা যাইবে। তবে রেজিস্ট্রেশন সার্টির্ফিকেটে চুক্তির বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে;
২৫।	**মোটরযানের রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা সীমা নির্ধারণ।-** সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠানের জন্য মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা নির্ধারণ করিতে পারিবে ;
২৬।	**রেজিস্ট্রেশন স্থগিত এবং বাতিল।-** (১) রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত শর্তাবলীর যে কোনো একটি শর্ত ভঙ্গ করিলে বা এই আইনের পরিপন্থি অন্য কোনো কার্য করিলে কর্তৃপক্ষ যথাযথ শুনানী গ্রহণ করিয়া প্রদত্ত রেজিস্ট্রেশন বাতিল বা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য স্থগিত করিতে পারিবে; (২) রেজিস্ট্রেশন বাতিল বা স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপিল করিতে পারিবে; (৩) আপিল কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপিল নিষ্পত্তি করিবে এবং আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে;

২৭।	**ফিটনেস।-** (১) এই আইনের ৩৭ ধারার বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরেজমিনে মোটরযান পরিদর্শনপূর্বক বাংলাদেশের যে কোনো জেলায় অথবা সার্কেলে রেজিস্ট্রেশনকৃত মোটরযানের নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ফিটনেস সনদ প্রদান বা নবায়ন করিতে পারিবেন; (২) মোটরযানের ফিটনেস সনদ ব্যতিত অথবা মেয়াদ উত্তীর্ণ সনদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা মালিক বা প্রতিষ্ঠান মোটরযান চালনা করিতে পারিবে না বা চালাইবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে না। তবে, অব্যাহতিপ্রাপ্ত মোটরযানের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না; (৩) উপধারা-১ অনুযায়ী ফিটনেসের অযোগ্য কোনো মোটরযানের ফিটনেস সনদ প্রদান করা হইলে সনদ প্রদানকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে; (৪) উপধারা-৩ অনুযায়ী ফিটনেসের অনুপযোগী ঝুঁকিপূর্ণ বা ক্ষতিগ্রস্ত বা পরিবেশ দূষণকারী মোটরযান চালনা করা যাইবে না; (৫) রংচটা, লক্কড়-ঝক্কড়, বিবর্ণ ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত শর্তের পরিপন্থি মোটরযান চালনা করা যাইবে না বা চালাইবার অনুমতি প্রদান করা যাইবে না; (৬) কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত নির্ধারিত রং পরিবর্তন করিয়া মোটরযান চালানো বা চালাইবার অনুমতি প্রদান করা যাইবে না;
২৮।	**ট্যাক্স টোকেন।-** (১) মোটরযান মালিক বা প্রতিষ্ঠানকে সরকার নির্ধারিত সড়ক কর নিয়মিত পরিশোধ করিয়া ট্যাক্স টোকেন সংগ্রহ করিতে হইবে। তবে, অব্যাহতিপ্রাপ্ত মোটরযানের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না; (২) ট্যাক্স টোকেন ব্যতিত মোটরযান চালনা করা যাইবে না বা চালাইবার অনুমতি প্রদান করা যাইবে না। তবে, অব্যাহতিপ্রাপ্ত মোটরযানের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না; (৩) মেয়াদ উত্তীর্ণ ট্যাক্স টোকেন দ্বারা মোটরযান চালনা করা যাইবে না বা চালাইবার অনুমতি প্রদান করা যাইবে না। তবে, অব্যাহতিপ্রাপ্ত মোটরযানের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না;
ধারা	**পরিবহনযানের রুট পারমিট**
২৯।	**পারমিটের আবশ্যকতা।-** (১) কর্তৃপক্ষ বা এই আইনের অধীন গঠিত পরিবহন কমিটি বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রদত্ত বা প্রতিস্বাক্ষরিত রুট পারমিট ব্যতীত কোনো পরিবহন যানের মালিক প্রকাশ্য স্থানে পরিবহনযান ব্যবহার করিতে পারিবেন না বা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না; (২) তবে শর্ত থাকে যে রুট পারমিটে সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ না থাকিলে- (ক) স্টেজ ক্যারিজ কন্ট্রাক্ট ক্যারিজ হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না; (খ) যাত্রী পরিবহন করা হউক বা না হউক, স্টেজ ক্যারিজে পণ্য পরিবহন করা যাইবে না; এবং (গ) পরিবহনযানের মালিক স্টেজ ক্যারিজে নিজস্ব ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ব্যক্তি বা পণ্য পরিবহন করিতে পারিবেন না। (৩) রুট পারমিটে নির্ধারিত রুটের বাহিরে বিশেষ প্রয়োজনে স্বল্প সময়ের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ প্রধান বা পরিবহন কমিটির প্রধান পরিবহনযান চলাচলের জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন। তবে এই সময়সীমা ০৭ (সাত) দিনের অধিক হইবে না; (৪) এই আইনের অধীন গঠিত পরিবহন কমিটি স্ব স্ব অধিক্ষেত্র হতে প্রদত্ত পরিবহন যানের রুট পারমিট নবায়ন ও পরিবর্তন এবং রুট পারমিটের শর্ত ভঙ্গের কারণে স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে। তবে কর্তৃপক্ষের নিকট যুক্তিসংগত বলিয়া প্রতীয়মান হইলে বা রুট পারমিটের শর্ত ভঙ্গের কারণে যে কোনো পরিবহন কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত রুট পারমিট স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে; (৫) বিদেশ হইতে ব্যক্তিগত মোটরযানসহ বাংলাদেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে চালক নিজ দেশের মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন ও ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদর্শন করিয়া পোর্ট অব এন্ট্রি হইতে নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে সাময়িকভাবে সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) দিনের জন্য এন্ডোর্সমেন্ট গ্রহণ করিতে পারিবেন। ১৫ (পনের) দিনের অতিরিক্ত বাংলাদেশে অবস্থান করিতে হইলে এই সময়সীমার মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নিয়মিত এন্ডোরসমেন্ট গ্রহণ করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এন্ডোরসমেন্টকৃত রেজিস্ট্রেশন ও ড্রাইভিং লাইসেন্স সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে; (৬) বিদেশ হইতে কোনো গণপরিবহন বাংলাদেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে চালক নিজ দেশের মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন, রুট পারমিট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রতিস্বাক্ষর করা ব্যতীত চালাইতে পারিবেন না। এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এন্ডোরসমেন্টকৃত রেজিস্ট্রেশন, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও রুটপারমিট শুধু মাত্র অনুমোদিত রুটের জন্য প্রযোজ্য হইবে;

	(৭) বিদেশ হইতে পণ্যবাহী মোটরযান বাংলাদেশে প্রবেশের পর পোর্ট অব এন্ট্রি হইতে নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে কোনো চালক নিজ দেশের মোটরযানের রুট পারমিট বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দ্বারা প্রতিস্বাক্ষর করা ব্যতিত চালাইতে পারিবেন না। প্রতিস্বাক্ষরকৃত রুট পারমিট অনুমোদিত রুটের জন্য প্রযোজ্য হইবে। অধিকন্তু বাংলাদেশের মোটরযানের এক্সেল লোড কন্ট্রোল ষ্টেশন পরিচালনা সংক্রান্ত বিধি-বিধান এবং শুল্ক সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে; (৮) রুট পারমিট ব্যতিত বা মেয়াদ উত্তীর্ণ রুট পারমিট দ্বারা মোটরযান পরিচালনা করা যাইবে না।
৩০।	**পারমিট হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পরিবহনযান।-** (১) নিম্নবর্ণিত পরিবহনযানের ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের অধীন পারমিট সম্পর্কিত বিধান প্রযোজ্য হইবে না; (ক) সরকার কিংবা সরকারের পক্ষে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মালিকানাধীন পরিবহনযান; (খ) সরকার কর্তৃক অধিযাচনকৃত সরকারি কাজে ব্যবহৃত যে কোনো পরিবহনযান; (গ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকানাধীন বা চুক্তিবদ্ধ পরিবহনযান, যাহা নাগরিক সেবা প্রদানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; (ঘ) আইন শৃংখলা বাহিনী বা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বা এম্বুলেন্স সার্ভিসের জন্য ব্যবহৃত পরিবহনযান; (ঙ) মৃতদেহ বহন ও সৎকারে নিয়োজিত পরিবহনযান; (চ) বিকল মোটরযানকে টানিয়া লইবার কাজে অথবা বিকল মোটরযান হইতে মালামাল নিরাপদ স্থানে সরাইয়া লইবার কাজে নিয়োজিত পরিবহনযান; (ছ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত মোটরযান প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায় নিয়োজিত অথবা চেসিসের সহিত সংযোজনের জন্য বডি প্রস্তুতকারী কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পরিবহনযান। তবে শর্ত থাকে যে, জীপ, সিডান কার, থ্রি হুইলার, টু হুইলার ইত্যাদি হালকা যানবাহন সড়ক পথে যানবাহন ক্যারিয়ার ব্যতিত পরিবহন করা যাইবে না; (জ) সরকার কর্তৃক স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবহনযান; (ঝ) সরকার বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত মোটরযান চালনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পরিবহনযান; (ঞ) ভ্রাম্যমান পাঠাগার, ভ্রাম্যমান ঔষধালয়, ভ্রাম্যমান টয়লেট এবং অনুরুপ কাজে ব্যবহৃত ভ্রাম্যমান পরিবহনযান; (২) সরকার বা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কর্তৃপক্ষ গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে উপধারা ১ এ বর্ণিত পারমিট হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পরিবহনযানের শ্রেনী পুর্ননির্ধারণ বা সংশোধন করিতে পারিবে;
৩১।	**মোটরযানের বাণিজ্যিক ব্যবহার।-** (১) রুট পারমিট প্রযোজ্য নয় এইরুপ কোনো মোটরযান দ্বারা বাণিজ্যিক কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে না; (২) রুট পারমিট ব্যতিত চালনা করা যায় এইরুপ মোটরযানকে বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতিতে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কর্তৃপক্ষ বিশেষ ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে; (৩) সরকার বা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত পরিবহন ব্যবসার সহিত সংশ্লিষ্ট নয় এইরুপ কোনো ধরনের ভ্রাম্যমান বাণিজ্যিক কার্যক্রম মোটরযানে পরিচালনা করা যাইবে না বা পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা যাইবে না। তবে সরকারী কর্মসূচীর অধীন বিক্রয়, হস্তান্তর বা প্রমোশনাল কার্যক্রম এই উপধারার আওতাভুক্ত হইবে না;
৩২।	**সড়ক পরিবহন নিয়ন্ত্রণে সরকারের ক্ষমতা।-** (১) সরকার বা সরকারের পূর্বানোমোদনক্রমে কর্তৃপক্ষ বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা দেশের সর্বত্র বা নির্দিষ্ট কোনো এলাকায় জনস্বার্থে কোনো সড়ক বা মহাসড়ক বা সেতুতে যে কোনো মেয়াদের জন্য গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সকল বা যে কোনো শ্রেণীর মোটরযান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, নিষেধাজ্ঞা বা নিয়ন্ত্রণ আরোপের মেয়াদ ৩০ (ত্রিশ) দিনের কম হইলে গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রয়োজন পরিবে না। এইক্ষেত্রে স্থানীয় ভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

	(২) সরকার বা সরকারের পূর্বানোমোদনক্রমে কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থে সমগ্র বাংলাদেশ বা যে কোনো এলাকার জন্য যেকোনো ধরণের মোটরযানের সংখ্যা নির্ধারণ করিতে পারিবে ; (৩) নির্ধারিত মোটরযানের সংখ্যা সংশ্লিষ্ট এলাকার বিদ্যমান সংখ্যার বেশী হইলে অতিরিক্ত মোটরযানকে চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য এলাকায় চলাচলের অনুমতি প্রদান করা যাইবে; (৪) সরকার বা কর্তৃপক্ষ সকল ধরণের যানবাহনের "ইকনোমিক লাইফ" নির্ধারণ করিয়া দিবে; (৫) কর্তৃপক্ষ অথবা আঞ্চলিক পরিবহন কমিটি গণপরিবহনে নারী, শারীরিক প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ব্যক্তি ও শিশুদের জন্য আসন সংখ্যা নির্ধারণের করিয়া দিতে পারিবে;
৩৩।	**ভাড়া নির্ধারণ।-** (১) সকল গণপরিবহণের জন্য কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে যাত্রী ভাড়ার হার এবং সর্বনিম্ন ভাড়া নির্ধারণ বা পুর্ননির্ধারণ করিয়া দিবে; (২) ভাড়ার চার্ট মোটরযানের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শণ ব্যতিত কোনো গণপরিবহণ যাত্রী পরিবহণ করিতে পারিবে না; (৩ মোটরযান মালিক, চালক, কন্ডাক্টর, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া দাবী বা আদায় করিতে পারিবে না; (৪) কন্ট্রাক্ট ক্যারিজ মোটরযান মালিক বা তাহার প্রতিনিধি বা প্রতিষ্ঠান সরকার নির্ধারিত দৈনিক জমার অতিরিক্ত অর্থ দাবী বা আদায় করিতে পারিবে না; (৫) কন্ট্রাক্ট ক্যারিজের মিটার সরকার নির্ধারিত ভাড়ায় ক্যালিব্রেশন করার পর কোনো প্রতিষ্ঠান বা মালিক বা চালক বা ব্যক্তি উহাতে অবৈধভাবে কোনো ধরনের পরিবর্তন করিতে পারিবে না বা এইরূপ পরিবর্তনে সহায়তা করিতে পারিবে না; (৬) কন্ট্রাক্ট ক্যারিজে মোটরযান মালিক বা চালক নির্ধারিত অধিক্ষেত্রের মধ্যে যেকোন গন্তব্যে মিটারে যাইতে বাধ্য থাকিবে এবং মিটারে প্রদর্শিত ভাড়ার অতিরিক্ত অর্থ দাবী বা আদায় করিতে পারিবে না;
৩৪।	**পরিবহন কমিটি।-** কর্তৃপক্ষ গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতিটি মহানগর এলাকা, বিভাগ এবং জেলায় একটি করিয়া পরিবহন কমিটি গঠন বা পুর্নগঠন করিবে। এছাড়া বিশেষ প্রয়োজনে সরকারের পুর্বানুমতিক্রমে কর্তৃপক্ষ দেশের যেকোনো এলাকার জন্য পৃথক পরিবহন কমিটি গঠন করিতে পারিবে। কমিটিতে সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের পরিবহন মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবে। কমিটি গঠনের সময় কর্তৃপক্ষ কর্মপরিধিও নির্ধারণ করিয়া দিবে;
৩৫।	**টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা।-** (১) সরকার কিংবা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোনো কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান আইন বা বিধি বা গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যম সড়ক পরিবহন নিয়ন্ত্রণে টার্মিনাল উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করিতে পারিবে; (২) এই আইনের অধীন বিধি প্রনীত না হওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এর বিদ্যমান আইন বা বিধি বা গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যম সড়ক পরিবহন নিয়ন্ত্রণে টার্মিনাল উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা নিয়ন্ত্রিত হইবে;
৩৬।	**মোটরযান চালক এবং শ্রমিকদের কর্মঘণ্টা নির্ধারণ।–** (১) কর্তৃপক্ষ, সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মোটরযান চালকের কর্মঘন্টা এবং মোটরযান চালানোর সময় বিশ্রামের জন্য বিরতিকাল নির্ধারণ করিয়া দিবে; (২) চালক ব্যতিত অন্যান্য সকল মোটরযান শ্রমিকের কর্মঘন্টা শ্রম আইন অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে;
ধারা	**মোটরযানের নির্মাণ, সরঞ্জাম বিন্যাস ও রক্ষণাবেক্ষন**
৩৭।	**মোটরযানের নির্মাণ, সরঞ্জাম বিন্যাস ও রক্ষণাবেক্ষণ।–** (১) মোটরযানের নির্মাণ, সরঞ্জামাদির বিন্যাস ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা এইরুপ হইতে হইবে যেন উহা সর্বদা একজন চালকের কার্যকর নিয়ন্ত্রণে থাকে; (২) বাংলাদেশে চলাচলের জন্য মোটরযান ডান হাত চালিত স্টিয়ারিং বিশিষ্ট হইতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, ক্ষেত্র বিশেষে সরকার বিশেষ ধরণের কাজে ব্যবহৃত যানবাহনের জন্য এর ব্যত্যয়

	ঘটাইতে পারিবে; (৩) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত কারিগরি বিনির্দেশের ব্যত্যয় ঘটিয়ে মোটরযানের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, আসন বিন্যাস, হুইল বেইজ, রিয়ার ওভার হ্যাংগ, ফ্রন্ট ওভার হ্যাংগ, সাইড ওভার হ্যাংগ, চাকার আকৃতি, প্রকৃতি ও অবস্থা, ব্রেক ও স্টিয়ারিং গিয়ার, হর্ন, সেফটি গ্লাস, সংকেত প্রদানের লাইট ও রিফ্লেক্টর, স্পিড গভর্নর, ধোঁয়া নির্গমন ব্যবস্থা ও কার্বন নিঃসরণের পরিমান, শব্দ নিয়ন্ত্রণের মাত্রা ইত্যাদিতে কোনো পরিবর্তন করা যাইবে না; (৪) কোন মোটরযান দ্বারা চালক বা যাত্রী বা সড়ক ব্যবহারকারী বা সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে সরকার বা সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে কর্তৃপক্ষ উক্ত মোটরযানকে বা কোনো শ্রেণির মোটরযানকে সড়ক হইতে প্রত্যাহারের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা সড়কে চলাচল বন্ধ করিতে পারিবে; (৫) সরকার বা সরকারের অনুমোদনক্রমে কর্তৃপক্ষ বিশেষ ধরণের মোটরযানের রং নির্ধারণ করিতে পারিবে; (৬) সরকার বা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত মোটরযানে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন বা প্রচার করা যাইবে না;
ধারা	**ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ**
৩৮।	**ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ।–** সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ট্রাফিক চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং সড়ক নিরাপত্তা বিধানে মোটরযানের ব্যবহার, গতিসীমা, ওজন, পার্কিং এলাকা, ট্রাফিক সাইন ও সংকেত ব্যবহার, চলাচল ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।
৩৯।	**ট্রাফিক সাইন ও সিগনালের ব্যবহার।–** (১) সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা গতিসীমা, ওজন, পার্কিং ও চলাচল নিয়ন্ত্রণে এবং সড়ক নিরাপত্তা বিধানে সড়ক বা মহাসড়কের প্রকাশ্য স্থানে ট্রাফিক সাইন স্থাপন, প্রতিস্থাপন বা অপসারণ করিতে পারিবে এবং সংকেত উত্তোলন বা প্রদর্শন করিতে পারিবে; (২) মোটরযানচালক বা পথচারী বা সড়ক ব্যবহারকারী প্রত্যেককেই ট্রাফিক সাইন, সংকেত ইত্যাদি মানিয়া চলিতে হইবে; (৩) সড়ক বা মহাসড়ক পারাপারে যেখানে জেব্রা ক্রসিং, ফুটওভার ব্রীজ, আন্ডারপাস বা অনুরূপ সুবিধা রহিয়াছে সেখানে সড়ক ব্যবহারকারীকে আবশ্যিকভাবে রাস্তা পারাপারে এই সুবিধা ব্যবহার করিতে হইবে; (৪) সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা মোটরযান পরিদর্শক বা ইউনিফর্মধারী কোনো পুলিশ অফিসার প্রয়োজনে কোনো মোটরযান চালককে মোটরযান থামাইতে এবং যুক্তিসঙ্গত সময় পর্যন্ত মোটরযান স্থির রাখিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে। মোটরযান চালক এই নির্দেশ মান্য করিবে ;
৪০।	**মোটরযানের গতিসীমা ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।-** (১) মোটরযান চালক সড়ক বা মহাসড়কে নির্ধারিত গতিসীমার অতিরিক্ত গতিতে বা বেপরোয়াভাবে কোনো মোটরযান চালাইতে পারিবেন না; (২) কোনো মোটরযান চালক সড়ক বা মহাসড়কে বেপরোয়া বা বিপজ্জনকভাবে ওভারটেকিং করিতে পারিবেন না অথবা যানবাহন চলাচলে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না; (৩) কোনো সড়ক বা ফুটপাত বা ওভারপাস বা আন্ডারপাসে গাড়ি মেরামতের নামে যন্ত্রাংশ বা দ্রব্য বা মালামাল রাখিয়া বা দোকানের পশরা সাজাইয়া বা অন্য কোনোভাবে দ্রব্যাদি রাখিয়া যানবাহন বা পথচারী চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা যাইবে না; (৪) সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বিভিন্ন শ্রেণির সড়কের ও মোটরযানের গতিসীমা গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নির্ধারণ বা পুর্ননির্ধারণ করিতে পারিবে ; (৫) সড়কের পার্শ্ববর্তী পথচারী চলাচলের জন্য নির্ধারিত ফুটপাতের উপর দিয়ে কোনো প্রকার মোটরযান চলাচল করিতে পারিবে না।
৪১।	**এক্সেল লোড, ওজনসীমা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা।-**

	(১) (ক) কোনো মোটরযান চালক সড়ক বা মহাসড়কে রেজিস্ট্রিকৃত **লেডেন ওজন/ট্রেইন ওজন ও এক্সেল ওজন** (Axle Load) **এর** অতিরিক্ত ওজন বহন করিয়া মোটরযান চালাইতে পারিবেন না বা চালাইবার অনুমতি প্রদান বা অনুরোধ করিতে পারিবেন না; (খ) কোনো মোটরযান মালিক বা প্রতিষ্ঠান বা চালক বা অন্য কোনো ব্যক্তি রেজিস্টেশন সার্টিফিকেটে বর্ণিত আনলেডেন ওজন পরিবর্তন করিতে পারিবেন না। (২) সরকার কিংবা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সড়ক বা মহাসড়কে চলাচলকারী মোটরযান বা ট্রেইলর এর **লেডেন ওজন বা ট্রেইন ওজন ও এক্সেল ওজন** (Axle Load) পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং নির্ধারিত ওজনের অতিরিক্ত ওজন কমাইতে নির্দেশ দিতে পারিবে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত ওজনের অতিরিক্ত ওজন কমাইতে চালক বাধ্য থাকিবেন; (৩) উপধারা-২ তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার কিংবা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সড়ক বা মহাসড়কে চলাচলকারী মোটরযানের ওজন পরীক্ষা করিয়া নির্ধারিত ওজনের বেশী পাইলে ক্রমবর্ধমান হারে জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে; (৪) সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা **মোটরযান বা ট্রেইলর এর সর্বোচ্চ লেডেন ওজন বা ট্রেইন ওজন ও এক্সেল ওজন** (Axle Load) গেজেট বিজ্ঞপ্তির দ্বারা নির্ধারণ বা পুর্ননির্ধারণ করিতে পারিবে।
৪২।	**শব্দমাত্রা নিয়ন্ত্রণ।–** (১) কোনো মোটরযান চালক বা মালিক বা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত শব্দমাত্রার অতিরিক্ত শব্দ সৃষ্টি করে এইরুপ কোনো যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বা হর্ণ মোটরযানে স্থাপন বা পুনঃস্থাপন বা ব্যবহার করিতে পারিবেন না বা করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না। তবে এ্যাম্বুলেন্স, অগ্নি নির্বাপক যান, জরুরি উদ্ধার কাজে নিয়োজিত ও জরুরি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর মোটরযানে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত শব্দমাত্রার হর্ণ সংযোজন করা যাইবে। (২) সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক ঘোষিত নীরব এলাকা অতিক্রমকালে মোটরযান চালক কোনোরুপ হর্ণ বাজাইতে পারিবেন না বা উচ্চমাত্রার কোনোরুপ শব্দ সৃষ্টি করিতে পারিবেন না; (৩) সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা মোটরযানের শব্দমাত্রার সীমা গেজেট বিজ্ঞপ্তির দ্বারা নির্ধারণ বা পুর্ননির্ধারণ করিতে পারিবে।
৪৩।	**পরিবেশ দূষণ।-** (১) কোনো মোটরযান চালক বা মালিক বা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান এইরুপ কোনো মোটরযান চালনা করিতে পারিবে না যাহা হইতে পরিবেশ দূষণকারী ধোঁয়া নির্গমন বা অন্য কোনো প্রকার নিঃসরণ বা নির্গমন সরকার নির্ধারিত মাত্রা অতিক্রম করে; (২) পরিবেশ দূষণ করে এইরুপ কোনো যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ মোটরযানে স্থাপন বা পুনঃস্থাপন বা ব্যবহার করা যাইবে না বা করিবার অনুমতি প্রদান করা যাইবে না;
৪৪।	**মোটরযান পার্কিং ও থামাইবার স্থান।–** (১) সরকার বা কর্তৃপক্ষ বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংশ্লিষ্ট এলাকা য় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত বাংলাদেশ পুলি শের পরামর্শ অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের মধ্যে ট্রাফিক সাইন বা সংকেত স্থাপন বা পূণঃস্থাপনসহ মোটরযানের পার্কিং এবং যাত্রী ও পণ্য উঠা-নামার স্থান ও সময় নির্ধারণ করিয়া দিবে; (২) মোটরযান চালক বা মোটর শ্রমিক নির্ধারিত পার্কিং এলাকা ব্যতিত অন্য কোনো এলাকায় মোটরযান পার্ক করিতে পারিবেন না এবং যাত্রী ও পণ্য উঠানামার নির্ধারিত স্থান ও সময় ব্যতীত মোটরযান থামাইতে পারিবেন না; (৩) যাত্রী বা পথচারী বা সড়ক ব্যবহারকারী নির্ধারিত পার্কিং এলাকা ব্যতিত অন্য কোনো এলাকায় মোটরযান পার্ক করিতে এবং যাত্রী ও পণ্য উঠানামার নির্ধারিত স্থান ও সময় ব্যতীত মোটরযান থামাইতে মোটরযান চালক বা শ্রমিককে অনুরোধ বা বাধ্য করিতে পারিবেন না; (৪) পার্কিং সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা মোটরযানের পার্কিং ফি সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিবহন কমিটির অনুমোদনক্রমে আদায় করিতে পারিবে; (৫) সরকার বা সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সময় সময়ে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মোটরযান পার্কিং ও থামাইবার স্থান নির্ধারণ করিতে পারিবে;

৪৫।	**মহাসড়কের ব্যবহার।–**
	(১) জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক দ্রুতগতির মোটরযান চলাচলে ব্যবহৃত হইবে। অন্যান্য শ্রেণির সড়ক হইতে দ্রুতগতির মোটরযান মহাসড়কে প্রবেশকালে মহাসড়কে চলাচলরত যানবাহন অগ্রাধিকার পাইবে;
	(২) একটি মহাসড়ক হইতে অন্য মহাসড়কে মোটরযান প্রবেশের ক্ষেত্রে যে মহাসড়কে যানবাহনের সংখ্যাধিক্য রয়েছে সে মহাসড়কে চলাচলকারী মোটরযান প্রাধান্য পাইবে। তবে কোনো মহাসড়ক প্রাধান্য পাইবে আঞ্চলিক পরিবহন কমিটি তাহা নির্ধারণ করিয়া দিবে;
৪৬।	**মোটরযান চলাচলের সাধারণ নির্দেশাবলী।-**
	(১) মোটরযান চলাচলে নিম্নবর্ণিত সাধারণ বিষয়সমূহ আবশ্যিকভাবে মানিয়া চলিতে হইবেঃ
	(ক) মদ্যপান বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করিয়া মোটরযান চালক মোটরযান চালাইতে পরিবেন না;
	(খ) মদ্যপান বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করিয়া কোনো শ্রমিক মোটরযানে অবস্থান করিতে পারিবেন না;
	(গ) মোটরযান চালক কোনো অবস্থাতেই মোটরযান শ্রমিককে গাড়ী চালনার দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন না;
	(ঘ) ট্রাফিক নিয়ম অমান্য করিয়া সড়ক বা মহাসড়কে চলাচলের জন্য নির্ধারিত অভিমূখে মোটরযান চালাইবার পরিবর্তে বিপরীত দিক হইতে মোটরযান চালানো যাইবে না;
	(ঙ) সড়ক বা মহাসড়ক সংলগ্ন মোটরযান দাঁড়াইবার নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে বা রং (Wrong) সাইডে মোটরযান থামাইয়া যানজট বা অন্য কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাইবে না;
	(চ) মোটরসাইকেলের চালক নিজ ব্যতিত একজনের অধিক সহযাত্রী বহন করিতে পারিবেন না। চালক এবং সহযাত্রী উভয়কে যথাযথভাবে বাঁধিয়া হেলমেট পরিধান করিতে হইবে;
	(ছ) চলন্ত অবস্থায় চালক বা কন্ডাক্টর বা অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো যাত্রীকে মোটরযানে উঠাইতে বা নামাইতে পারিবেন না;
	(জ) প্রতিবন্ধি যাত্রীদের চলাচলের সুবিধার্থে মহাসড়ক এবং গণপরিবহন অনুকূল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত হইবে; এবং
	(ঝ) মোটরযানের বডির সামনে, পিছনে, উভয়পার্শ্বে, বডির বাহিরে, ঝুঁকিপূর্ণভাবে ছাদে কোন প্রকার যাত্রী বা পণ্য বা মালামাল বহন করা যাইবে না।
	(২) মোটরযান চলাচলে নিম্নবর্ণিত সাধারণ বিষয়সমূহ মানিয়া চলিতে হইবেঃ
	(ক) মোটরযান চালনারত অবস্থায় মোটরযান চালক মোবাইল ফোন বা অনুরূপ সরঞ্জাম ব্যবহার করিতে পারিবেন না;
	(খ) মহিলা, শিশু, প্রতিবন্ধী এবং বয়োজ্যেষ্ঠ যাত্রীর জন্য সংরক্ষিত আসনে অন্য কোনো যাত্রীকে বসানো যাইবে না বা বসিবার অনুমতি দেওয়া যাইবে না;
	(গ) চলন্ত মোটরযানে চালকের মনোসংযোগের ব্যাঘাত ঘটে বা মোটরযান চালাইতে অসুবিধা হয় কোনো যাত্রী এইরুপ কোনো আচরণ বা কর্মকান্ড করিতে পারিবেন না;
	(ঘ) সিটবেল্ট বাঁধা ব্যতিত মোটরযান চালক মোটরযান চালাইতে পারিবেন না;
	(ঙ) সম্মূখ সারিতে আসন গ্রহণকারী যাত্রী বা যাত্রীগণকে সিটবেল্ট বাঁধিতে হইবে;
	(চ) কোনো মোটরযানে সরকার বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক যাত্রী বা আরোহীর অতিরিক্ত কোনো যাত্রী বা আরোহী বহন করা যাইবে না।
	(ছ) পরিবহনযানে যাত্রী সাধারণের সহিত কোনো চালক বা কন্ডাক্টর বা মোটরযান পরিচালনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কোনো প্রকার দুর্ব্যবহার বা অসংগত বা অসৌজন্যমূলক আচরণ বা হয়রানি করিতে পারিবে না;

	(জ) রাত্রি বেলায় বিপরীত দিক হইতে আগত মোটরযানের চালনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে এইরুপ হাইবীম ব্যবহার করিয়া মোটরযান চালানো যাইবে না; (ঝ) পেশাদার মোটরযান চালক ও কন্ডাক্টরগণ মালিক বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান করিবেন। (৩) আইন বা বিধি দ্বারা অনুমোদিত প্যাকিং বা বিশেষ সতর্কতা বা নির্ধারিত বিশেষ যান বা নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত কোনো বিস্ফোরক বা দাহ্য পদার্থ মোটরযানে পরিবহন করা যাইবে না; (৪) এই আইন বা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালা ও প্রবিধানমালা, নীতিমালা, গাইডলাইন অথবা সরকার কর্তৃক জারিকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন লংঘনের দায়ে কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট মোটরযানের মালিক বা চালককে মোটরযান বা মোটরযানের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ উপস্থিত হইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন ; (৫)সরকার বা সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে কর্তৃপক্ষ সময় সময়ে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মোটরযান চলাচলের সাধারণ নির্দেশাবলী সংশোধন বা সংযোজন করিতে পারিবে।
ধারা	**মোটরযানের বীমা**
৪৭।	**বীমার বাধ্যবাধকতা।–** (১) কোন মোটরযানের মালিক বা প্রতিষ্ঠান বা পরিচালনাকারীকে বাধ্যতামূলকভাবে মোটরযানের ও উহাতে যাতায়াতকারী সকল যাত্রীর এবং তৃতীয় পক্ষের জীবন ও সম্পদের বীমা করিতে হইবে ; (২) কোন মোটরযানের মালিক বা প্রতিষ্ঠান বা পরিচালনাকারী তৃতীয় পক্ষের ঝুঁকির বিপরীতে মোটরযানের বীমা করা ব্যতীত স্টেইজ বা কন্ট্রাক্ট ক্যারিজে যাত্রী পরিবহন এবং পাবলিক বা প্রাইভেট ক্যারিয়ারে পণ্য পরিবহন করিতে পারিবেন না কিংবা করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন না।
৪৮।	**বীমার ক্ষতিপূরণ প্রদান।–** (১) কোন মোটরযানের মালিক বা প্রতিষ্ঠান বা পরিচালনাকারীর মোটরযান হইতে উদ্ভুত দুর্ঘটনার ফলে যদি কোনো ব্যক্তি আঘাত প্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হন বা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মারা যান তাহা হইলে মোটরযানের মালিক বা প্রতিষ্ঠান বা পরিচালনাকারী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে, ক্ষেত্রমতে তাহার বা তাহাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন; (২) কোনো সড়ক দুর্ঘটনা সংঘঠিত হইলে মোটরযানের মালিক বা প্রতিষ্ঠান বা পরিচালনাকারী নিজ উদ্যোগে ও দায়িত্বে ক্ষতিপূরণের দাবী উত্থাপনের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়পূর্বক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ, ক্ষেত্রমতে তাহার বা তাহাদের পরিবারকে প্রদান করিবেন; (৩) কোন মোটরযানের মালিক বা প্রতিষ্ঠান বা পরিচালনাকারীর মোটরযান হইতে উদ্ভুত দুর্ঘটনার ফলে যদি কোনো সম্পত্তির ক্ষতিসাধন হয় তাহা হইলে মোটরযানের মালিক বা প্রতিষ্ঠান বা পরিচালনাকারী সম্পত্তির মালিক বা মালিকগণকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন; (৪) কোনো সড়ক দুর্ঘটনা সংঘঠিত হইলে মোটরযানের মালিক বা প্রতিষ্ঠান বা পরিচালনাকারী নিজ উদ্যোগে ও দায়িত্বে ক্ষতিপূরণের দাবী উত্থাপনের ৯০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়পূর্বক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ সম্পত্তির মালিক বা মালিকগণকে বা ক্ষেত্রমতে তাহার বা তাহাদের পরিবারকে প্রদান করিবেন;
৪৯।	**সড়ক দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির চিকিৎসা।–** (১) সড়ক দুর্ঘটনা ঘটিলে মোটরযানের মালিক বা প্রতিষ্ঠান বা পরিচালনাকারী বা তাহাদের প্রতিনিধি তাৎক্ষণিকভাবে দুর্ঘটনা সম্পর্কে নিকটস্থ থানা বা ফায়ার সার্ভিস বা চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র বা হাসপাতালকে অবহিত করিবেন; (২) সড়ক দূর্ঘটনায় যদি কোনো ব্যক্তি আঘাতপ্রাপ্ত হন তাহা হইলে দুর্ঘটনার জন্য দায়ী মোটরযানের মালিক বা প্রতিষ্ঠান বা পরিচালনাকারী বা তাহাদের প্রতিনিধি আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের সুচিকিৎসার নিমিত্ত নিকটস্থ চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র বা হাসপাতালে দ্রুত প্রেরণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; (৩) সড়ক দুর্ঘটনায় আহত কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে যদি দুর্ঘটনার জন্য দায়ী মোটরযানের মালিক বা প্রতিষ্ঠান বা পরিচালনাকারী বা তাহাদের প্রতিনিধি চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন সেই ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ নিজ উদ্যোগে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং তৎসম্পর্কিত যাবতীয় খরচ মোটরযানের মালিক বা প্রতিষ্ঠান বা পরিচালনাকারী বহন করিতে বাধ্য থাকিবেন; (৪) বাংলাদেশ পুলিশ দেশব্যাপি টোল ফ্রি টেলিফোন নম্বর প্রবর্তন করিবে যাহার মাধমে সড়ক দুর্ঘটনা কবলিত মোটরযানের মালিক বা প্রতিষ্ঠান বা পরিচালনাকারী বা তাহাদের প্রতিনিধি বা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি বা যাত্রী বা সড়ক দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষকারী কোন ব্যক্তি সড়ক দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরই সংশ্লিষ্ট নাম্বারে টেলিফোন করিয়া জরুরি উদ্ধার , চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য তাৎক্ষণিক সহায়তা চাহিতে পারিবেন;
ধারা	**মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল, মোটরযান মেরামত কারখানা ও ডাম্পিং ইয়ার্ড**

৫০।	**মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল।-** (১) সরকারের অনুমোদনক্রমে কর্তৃপক্ষ মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুলের জন্য লাইসেন্স প্রদান, পাঠ্যক্রম অনুমোদন ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে; তবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই উপধারা প্রযোজ্য হইবে না। (২) ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষ ড্রাইভিং ইন্সস্ট্রাক্টরের লাইসেন্স প্রদান করিবে; (৩) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত মোটর ড্রাইভিং স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিতে পারিবে না।
৫১।	**মোটরযান মেরামত কারখানা।-** (১) কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোটরযান মেরামত কারখানার লাইসেন্স প্রদান, কারখানার শ্রেণি ও কারখানার স্থান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে; (২) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত মোটরযান মেরামত কারখানা স্থাপন বা পরিচালনা করিতে পারিবে না। তবে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে এই উপধারা প্রযোজ্য হইবে না; (৩) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অবৈধভাবে মোটরযান নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত মান বা বিনির্দেশের কোনোরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন বা পরিমার্জন বা সংযোজন বা বিয়োজন করিতে পারিবে না; (৪) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত মোটরযান মেরামত কারখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিতে পারিবে না।
৫২।	**মোটরযান ডাম্পিং ইয়ার্ড।-** (১) কর্তৃপক্ষ এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আটককৃত মোটরযান রাখিবার জন্য উপযুক্ত স্থানে ডাম্পিং ইয়ার্ড স্থাপন করিতে পারিবে; এবং উক্ত ইয়ার্ড সংশ্লিষ্ট থানা বা ট্রাফিক বিভাগ বা বিআরটিএ'র ব্যবস্থাপনায় থাকিবে ; (২) ইয়ার্ড ব্যবস্থাপনায় থাকা সংশ্লিষ্ট থানা আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী আটককৃত মোটরযানের বিষয়ে বিলি বন্দোবস্ত করিবে।
ধারা	**অপরাধ ও দন্ড**
৫৩।	**অপরাধ ও দন্ড।-** (১) কোনো ব্যক্তি বা চালক বা শ্রমিক বা মোটরযানের মালিক বা প্রতিষ্ঠান বা পরিচালনাকারী বা তাহাদের প্রতিনিধি এই আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ বা অপরাধসমূহ যাহা তফসিলে উল্লেখ করা হয় নাই এইরূপ অপরাধ সংঘটন করিলে এবং এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধানমালার কোন বিধি বা প্রবিধি লঙ্ঘন করিলে তিনি বা তাহারা অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত এবং দন্ড প্রাপ্ত হইবেন; (২) উপধারা-১ অনুযায়ী কেহ দোষী সাব্যস্ত হইলে কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহে এইরূপ পুলিশ কর্মকর্তা ড্রাইভিং লাইসেন্স হইতে তফসিলের বর্ণনা অনুযায়ী দোষসূচক পয়েন্ট কর্তন করিতে পারিবে;
৫৪।	**দুর্ঘটনা সংক্রান্ত অপরাধ।-** (১) এই আইনে যাহাই থাকুক না কেন মোটরযান চালনাজনিত কোনো দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ঘটিলে বা গুরুতর আহত হইলে এই সংক্রান্ত অপরাধসমূহ দন্ডবিধি, ১৮৬০ অনুযায়ী অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে; (২) উপধারা-১ এ বর্ণিত অপরাধ ব্যতীত সড়ক বা মহাসড়কে নির্ধারিত গতিসীমার অতিরিক্ত গতিতে বা বেপরোয়াভাবে বা ঝুঁকিপূর্ণ ওভারটেকিং বা ওভারলোডিং বা অন্য কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণহীন মোটরযান পরিচালনার ফলে কোনো দুর্ঘটনায় জান-মালের ক্ষতি সাধিত হইলে সংশ্লিষ্ট চালক বা হেলপার বা সহায়তাকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন। (৩) সড়কের ডিজাইন ও নির্মাণজনিত ত্রুটির কারণে দুর্ঘটনা ঘটিলে উহার দায়-দায়িত্ব সড়ক নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান ও তদারককারী সংস্থার উপর বর্তাইবে;
৫৫।	**অপরাধ সংঘটনের সহায়তা, প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্রের দন্ড।—** কোনো ব্যক্তি যদি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের সহায়তা বা উক্ত সংঘটনে প্ররোচনা দেন বা ষড়যন্ত্র করেন এবং উক্ত সহায়তা বা যড়যন্ত্র বা প্ররোচনার ফলে সংশ্লিষ্ট অপরাধটি সংঘটিত হয়, তাহা হইলে উক্ত অপরাধের সহায়তাকারী, যড়যন্ত্রকারী বা প্ররোচনাদানকারী উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
৫৬।	**অপরাধ পুনঃসংঘটনের দন্ড।—** কোনো ব্যক্তি যদি এই আইনে উল্লিখিত কোনো অপরাধের জন্য দন্ডিত হইয়া দন্ড ভোগ করিবার পর পুনরায় একই অপরাধ করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ যে দন্ড রহিয়াছে উহার দ্বিগুণ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
৫৭।	**জামিন ও আপোষ সংক্রান্ত।—** (১) ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধিতে ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে এই আইনের অধীন অপরাধগুলো জামিনযোগ্য হইবে।

	(২) ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধিতে ভিন্নরুপ কোন বিধান না থাকিলে এই আইনের অধীন অপরাধগুলো আপোষযোগ্য হইবে, যাহা যে কোন বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট অথবা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা অথবা বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ বা সমমর্যাদা সম্পন্ন পুলিশ কর্মকর্তা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ আপোষে মীমাংসা করিতে পারিবেন।
৫৮।	**গ্রেফতার।**— এই আইনের অধীন ০৩ মাসের অধিক কারাদন্ড অথবা ৫ হাজার টাকার অধিক জরিমানা অথবা ৫ পয়েন্টের অধিক দোষসূচক পয়েন্ট কর্তনযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করা যাইবে।
	একাদশ অধ্যায়
ধারা	**আপিল**
৫৯।	**প্রশাসনিক আপিল কর্তৃপক্ষ।**— (১) সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিষয়ে কার্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এক বা একাধিক প্রশাসনিক আপীল কর্তৃপক্ষ গঠন করিবে; (২) এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো প্রশাসনিক আদেশে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংক্ষুদ্ধ হইলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রশাসনিক আপিল কর্তৃপক্ষ এর নিকট আপিল করিতে পারিবেন; (৩) প্রশাসনিক আপিল কর্তৃপক্ষ উপধারা-২ এর অধীনে কোনো আপীল প্রাপ্ত হইলে উক্ত আপীল প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করিবে এবং এইরুপ আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।
৬০।	**বিচারিক আপিল।**— (১) এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো বিচারিক আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা পরিচালনাকারি বা আবেদনকারি, নির্ধারিত পদ্ধতিতে এখতিয়ার সম্পন্ন কোনো আদালতে আপিল করিতে পারিবে; (২) এই আপিল কার্যক্রমে নতুন কোনো বিধি প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত ফৌজধারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ৩১ অধ্যায় এবং মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর আপিল সংক্রান্ত ধারা প্রযোজ্য হইবে।
	দ্বাদশ অধ্যায়
ধারা	**কার্যপদ্ধতি**
৬১।	**অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ।**— ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা মোটরযান পরিদর্শক বা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর বা পুলিশ সার্জেন্ট বা তদূর্দ্ধ কর্মকর্তার লিখিত প্রতিবেদন ব্যতিত কোনো আদালত এই আইন বা বিধির অধীন কোনো মামলা বিচারার্থে গ্রহণ করিবেন না।
৬২।	**তদন্ত, বিচার ইত্যাদি।**— এই আইন বা বিধির অধীন অপরাধের তদন্ত, বিচার ইত্যাদি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ অথবা মোবাইলকোর্ট আইন ২০০৯ প্রযোজ্য হইবে।
৬৩।	**মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার।**— এ আইনের অন্যান্য ধারায় ভিন্নরুপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নম্বর আইন) এর তফসিলভুক্ত করিয়া এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার করা যাইবে।
৬৪।	**মোটরযান আটক ও বিলি বন্দোবস্তকরণ।**— (১) এই আইনের বিধান লংঘন করিলে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা অথবা বাংলাদেশ পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর বা সার্জেন্ট মোটরযান আটক করিতে পারিবেন এবং এই আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন;

	(২) এই আইনের বিধান লংঘন করিলে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট অথবা বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর অথবা সার্জেন্ট পদমর্যাদার কর্মকর্তা মোটরযান ডাম্পিং ইয়ার্ডে প্রেরণ করিতে পারিবেন; (৩) এই আইনের অধীন কোন মোটরযান ডাম্পিং ইয়ার্ডে প্রেরণ করা হইলে উহা অবমুক্তির জন্য মোটরযান মালিক ০২ (দুই) মাসের মধ্যে মোবাইল কোর্টের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আদালতে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপার বা উপ-পুলিশ কমিশনার বা সমমর্যাদার কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। আদালত বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দলিল-দস্তাবেজ পর্যালোচনা ও শুনানি গ্রহণ করিয়া নিষ্পত্তিমূলক আদেশ প্রদান করিবেন; (৪) ডাম্পিং ইয়ার্ডে প্রেরিত মোটরযানের ডাম্পিং অবমুক্তির জন্য মালিক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন না করিলে ডাম্পিং ইয়ার্ডের দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমতি নিয়ে মোটরযানটি কোন সরকারি সংস্থা অথবা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা যাইবে কিংবা নিলামেও বিক্রয় করা যাইবে।
৬৫।	**পরিদর্শনের এখতিয়ার।—** কর্তৃপক্ষ বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা মোটরযান পরিদর্শক এই আইনের বিধান অনুসরণ করিয়া যে কোন মোটরযান বা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান বা তদসংশ্লিষ্ট স্থাপনা বা এলাকা পরিদর্শন এবং আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।
	ত্রয়োদশ অধ্যায়
ধারা	**বিবিধ**
৬৬।	**আদেশ পালন ও তথ্য প্রদানে বাধ্যবাধকতা।** এই আইনের বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত কোন নির্দেশ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অমান্য করিলে অথবা বাস্তবায়নে বাধা প্রদান করিলে অথবা যাচিত তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানাইলে বা ভুল তথ্য পরিবেশন করিলে উহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হইবে।
৬৭।	**ক্ষমতা অর্পণ।—** সরকার, এই আইনের অধীন নি র্দিষ্ট কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট শর্তে , কর্তৃপক্ষের যেকোনো কর্মকর্তা অথবা বাংলাদেশ পুলিশের সার্জেন্ট/সাব-ইন্সপেক্টর এর নিম্নে নহে এইরুপ কর্মকর্তা অথবা আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত অন্য কোন সংস্থাকে অর্পণ করিতে পারিবে।
৬৮।	ডিজিটাইজেশন — (১) সড়ক পরিবহন সেক্টরে উন্নত সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা অথবা বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিবে; (২) ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি অথবা অসহযোগিতা করা হইলে উহা অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে।
৬৯।	**বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা।—** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।
৭০।	**প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষমতা।—** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত সংগতিপূর্ণ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।
৭১।	**সরকারের নির্দেশনা প্রদানের ক্ষমতা।—** (১) সড়ক পরিবহন বিষয়ে অথবা এই আইনে অন্তর্ভূক্ত নাই এইরুপ বিষয়ে সরকার বাস্তবতা বিবেচনা করিয়া স্বপ্রণোদিত হইয়া নিদের্শনা প্রদান করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ অনুরুপ নির্দেশনা বাস্তবায়ন করিবে; (২) সড়ক পরিবহন বিষয়ে অথবা এই আইনে অন্তর্ভূক্ত নাই এইরুপ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সরকারের নির্দেশনা চাহিতে পারিবে। সরকার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে এবং কর্তৃপক্ষ অনুরুপ নির্দেশনা বাস্তবায়ন করিবে।
৭২।	**ইংরেজীতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।—**

	(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে; (২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৭৩।	**হেফাজত ও রহিতকরণ।–** (১) **Motor Vehicle Ordinance, 1983 (Ordinance No. 55 of 1983)**, অত:পর রহিত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদদ্বারা রহিত করা হইল; (২) উক্তরুপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত আইনের অধীনকৃত সকল কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; (৩) রহিত আইনের অধীন গৃহীত কোন কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এইরুপে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই; (৪) এই আইনের অধীনে বিধিমালা বা প্রবিধানমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান বিধিমালা বা প্রবিধানমালার কার্যকারিতা বলবৎ থাকিবে।

তফসিল

৫৩(১) ধারা মতে প্রণীত

ধারা	অপরাধ	দন্ড	পয়েন্ট কর্তন
৪ (১)	কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যতীত প্রকাশ্য স্থান বা কোনো ধরনের সড়ক বা মহাসড়কে কোনো মোটরযান চালানো।	অনধিক ০৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ২০ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----
৪ (২)	শিক্ষানবীশ লাইসেন্সে বর্ণিত শর্ত লঙ্ঘন করিয়া মোটরযান চালানো।	অনধিক ০৩ (তিন) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ০৫ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----
৪(৩)	সংশ্লিষ্ট শ্রেণির লাইসেন্স এবং পাবলিক সার্ভিস মোটরযান পরিচালনার অনুমতিপত্র ব্যতিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গণপরিবহন চালানো।	অনধিক ০৩ (তিন) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দন্ড হিসাবে ১০(দশ) পয়েন্ট কর্তন।
৬	কোনো ব্যক্তি বা কোনো নিয়োগকারী কর্তৃক বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ মোতাবেক লিখিতভাবে চুক্তি সম্পাদন ও নিয়োগপত্র ব্যতীত মোটরযান চালক বা শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করা বা হওয়া।	অনধিক ০৩ (তিন) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ১৫ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----
৭(১) (খ)	স্থগিত, রহিত বা বাতিল ড্রাইভিং লাইসেন্স দ্বারা মোটরযান চালাইবার অনুমতি প্রদান।	অনধিক ০৩ (তিন) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----
৮ (১)	কর্তৃপক্ষ ব্যতিত অন্য কোনো ব্যক্তি বা চালক বা প্রতিষ্ঠান বা সমিতি কর্তৃক ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রস্তুত বা ইস্যু বা সংরক্ষণ বা ব্যবহার করা।	অনধিক ০৩ (তিন) বছর কারাদন্ড বা অনধিক ৫ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----
৮ (২)	(ক) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক স্থগিত, রহিত বা বাতিল, বিকৃত, পরিবর্তিত, নকল, ভুয়া, জাল ইত্যাদি ধরনের ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহার। (খ) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক মেয়াদউত্তীর্ণ ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহার।	অনধিক ০২ (দুই) বছর কারাদন্ড বা অনধিক ০৩ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড। অনধিক ০৩ (তিন) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----

৮(৩)	কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ড্রাইভিং লাইসেন্স অপর কোনো ব্যক্তিকে হস্তান্তর বা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান।	অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দন্ড হিসাবে ১০(দশ) পয়েন্ট কর্তন।
৯(৬)	মেয়াদ উত্তীর্ণ লাইসেন্স ব্যবহার করিয়া মোটরযান চালানো।	অনধিক ০২ (দুই) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ০৫ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----
১১ (৩)	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিদেশী ড্রাইভিং লাইসেন্সে প্রদত্ত এন্ডোরসমেন্ট স্থগিত, রহিত বা বাতিল করার পর মোটরযান চালনা।	অনধিক ০৩ (তিন) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ২০ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----
১৩ (১)	কন্ডাক্টর লাইসেন্স ব্যতীত কোনো গণপরিবহনে কন্ডাক্টর হিসাবে কাজ করা।	অনধিক ০১ (এক) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ০৫ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----
১৫(১)	কন্ডাক্টর লাইসেন্স ব্যতীত এবং নিয়োগপত্র ব্যতীত কন্ডাক্টর হিসাবে কাজ করানো বা করিবার অনুমতি প্রদান।	অনধিক ০১ (এক) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----
১৫(২)(খ)	কন্ডাক্টর লাইসেন্স স্থগিত, রহিত বা বাতিল করা হইলে সেই ব্যক্তিকে দায়িত্বে নিয়োজিত করার অনুমতি প্রদান।	অনধিক ০১ (এক) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ০৫ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----
১৬(১)	কর্তৃপক্ষ ব্যতিত অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সমিতি কর্তৃক কন্ডাক্টর লাইসেন্স প্রস্তুত বা ইস্যু বা সংরক্ষণ বা ব্যবহার।	অনধিক ০১ (এক) বছর কারাদন্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----
১৬(২)	বিকৃত, পরিবর্তিত, অকার্যকর, নকল, ভুয়া, জাল ইত্যাদি ধরনের কন্ডাক্টর লাইসেন্স ব্যবহার।	অনধিক ০২ (দুই) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ০৫ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----
১৬(৩)	কন্ডাক্টর লাইসেন্স ধারী কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তাহার লাইসেন্স অপর কোনো ব্যক্তিকে হস্তান্তর কিংবা ব্যবহার করিবার অনুমতি দেয়া।	অনধিক ০৩ (তিন) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ০৫ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে।
১৯ (১)	রেজিস্ট্রেশন এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বা মোটরযান মালিক কর্তৃক প্রকাশ্য স্থানে মোটরযান চালানো কিংবা চালাইবার অনুমতি প্রদান।	অনধিক ০১ (এক) বছর কারাদন্ড বা অনধিক ০১ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দন্ড হিসাবে ১০ (দশ) পয়েন্ট কর্তন।
১৯ (২)	রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্লেট সংযোজন ও প্রদর্শন, ট্যাগ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অনুরুপ ডিভাইস মোটরযানে সংযোজন ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বা মোটরযান মালিক কর্তৃক প্রকাশ্য স্থানে মোটরযান চালানো কিংবা চালাইবার অনুমতি প্রদান।	অনধিক ০৩ (তিন) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দন্ড হিসাবে ১০ (দশ) পয়েন্ট কর্তন।
২২(৩)	কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত রেজিস্ট্রেশনকৃত মোটরযানের কারিগরি পরিবর্তন অথবা মোটরযানের অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক পরিবর্তন।	অনধিক ০১ (এক) বছর কারাদন্ড বা অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----
২৩(৩)	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে নতুন মোটরযান মালিক তথ্যাদি লিপিবদ্ধ না করিয়া মোটরযান ব্যবহার করা।	অনধিক ০৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----
২৭(২)	মোটরযানের ফিটনেস প্রত্যয়ন বা নবায়ন ব্যতিত বা মেয়াদ উত্তীর্ণ ফিটনেস সনদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা মালিক বা দপ্তর কর্তৃক মোটরযান চালানো বা চালাইবার অনুমতি প্রদান।	অনধিক ০৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দন্ড হিসাবে ১০(দশ) পয়েন্ট কর্তন।

২৭(৪)	ফিটনেসের অনুপযোগী ঝুঁকিপূর্ণ বা ক্ষতিগ্রস্ত বা অনুপযোগী বা পরিবেশ দূষণকারী মোটরযান চালানো।	অনধিক ০৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দন্ড হিসাবে ১০(দশ) পয়েন্ট কর্তন।
২৭(৫)	রংচটা, লক্কড়-ঝক্কড় ও বিবর্ণ মোটরযান চালানো বা চালাইবার অনুমতি প্রদান।	অনধিক ০২ (দুই) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দন্ড হিসাবে ১০(দশ) পয়েন্ট কর্তন।
২৭(৬)	কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত নির্ধারিত রং পরিবর্তন করিয়া মোটরযান চালানো বা চালাইবার অনুমতি প্রদান।	অনধিক ০৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দন্ড হিসাবে ১০(দশ) পয়েন্ট কর্তন।
২৮(২)	ট্যাক্সটোকেন ব্যতিত মোটরযান চালানো বা চালাইবার অনুমতি দেওয়া।	অনধিক ০৩ (তিন) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দন্ড হিসাবে ০৫(পাঁচ) পয়েন্ট কর্তন।
২৮(৩)	মেয়াদ উত্তীর্ণ ট্যাক্স টোকেন দ্বারা মোটরযান চালানো বা চালাইবার অনুমতি দেওয়া।	অনধিক ০১ (এক) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ০৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----
২৯(১)	রুটপারমিট ব্যতীত প্রকাশ্য স্থানে পরিবহন যান ব্যবহার বা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান।	অনধিক ০৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দন্ড হিসাবে ১০(দশ) পয়েন্ট কর্তন।
২৯(২)	রুট পারমিটের শর্ত লঙ্ঘন করিয়া মোটরযান চালনা।	অনধিক ০৩ (তিন) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দন্ড হিসাবে ৫ (পাঁচ) পয়েন্ট কর্তন।
২৯(৮)	মেয়াদ উত্তীর্ণ রুট পারমিট দ্বারা মোটরযান চালানো।	অনধিক ০৩ (তিন) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দন্ড হিসাবে ০৫(পাঁচ) পয়েন্ট কর্তন।
৩১(১)	রুট পারমিট প্রযোজ্য নয় এইরুপ মোটরযান দ্বারা বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালানো।	অনধিক ০৩ (তিন) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দন্ড হিসাবে ০৫(পাঁচ) পয়েন্ট কর্তন।
৩১(৩)	পরিবহন ব্যবসার সহিত সংশ্লিষ্ট নয় এইরুপ কোনো ধরনের ভ্রাম্যমান বাণিজ্যিক কার্যক্রম মোটরযানে পরিচালনা করা বা পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা।	অনধিক ০৩ (তিন) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----
৩৩(২)	মোটরযানের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান স্থানে ভাড়ার চার্ট প্রদর্শন না করা।	অনধিক ০৩ (তিন) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ০৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----
৩৩(৩)	মোটরযান মালিক বা চালক বা কন্ডাক্টর বা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া দাবী/আদায়।	অনধিক ০৩ (তিন) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ১৫ (পনের) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দন্ড হিসাবে ০৫(পাঁচ) পয়েন্ট কর্তন।

৩৩(৪)	কন্ট্রাক্ট ক্যারিজ মোটরযা নের মালিক বা তাহার প্রতিনিধি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকার নির্ধারিত দৈনিক জমার অতিরিক্ত অর্থ দাবী বা আদায়।	অনধিক ০১ (এক) বছর কারাদন্ড বা অনধিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----
৩৩(৫)	কন্ট্রাক্ট ক্যারিজের মিটার সরকার নির্ধারিত ভাড়ায় ক্যালিব্রেশন করার পর কোনো প্রতিষ্ঠান বা মালিক বা চালক বা ব্যক্তি কর্তৃক উহাতে অবৈধভাবে কোনো ধরনের পরিবর্তন করা বা এইরূপ পরিবর্তনে সহায়তা করা।	অনধিক ০১ (এক) বছর কারাদন্ড বা অনধিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দন্ড হিসাবে ১০ (দশ) পয়েন্ট কর্তন।
৩৩(৬)	কন্ট্রাক্ট ক্যারিজে মোটরযান মালিক বা চালক নির্ধারিত অধিক্ষেত্রের মধ্যে যে কোনো গন্তব্যে মিটারে যাইতে অস্বীকৃতি জানানো বা মিটারে প্রদর্শিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া দাবী বা আদায়।	অনধিক ০৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----
৩৭(৬)	সরকার বা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত মোটরযানে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন বা প্রচার।	অনধিক ০৩ (তিন) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----
৩৯(২)	মোটরযানচালক বা পথচারী বা সড়ক ব্যবহারকারী কর্তৃক ট্রাফিক সাইন, সংকেত ইত্যাদি অমান্য করা।	অনধিক ০৩ (তিন) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দন্ড হিসাবে ০৫(পাঁচ) পয়েন্ট কর্তন।
৩৯(৩)	সড়ক বা মহাসড়ক পারাপারে জেব্রা ক্রসিং, ফুটওভার ব্রীজ, আন্ডারপাস বা অনুরূপ সুবিধা ব্যবহারের নির্দেশ অমান্য করা।	অনধিক ৫০০ (পাঁচ) শত টাকা অর্থদন্ড।	-----
৪০(১)	নির্ধারিত গতিসীমার অতিরিক্ত গতিতে বা বেপরোয়াভাবে কোনো মোটরযান চালানো।	অনধিক ০১ (এক) বছর কারাদন্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দন্ড হিসাবে ১০(দশ) পয়েন্ট কর্তন।
৪০(২)	সড়ক বা মহাসড়কে বেপরোয়া বা বিপজ্জনকভাবে ওভারটেকিং অথবা যানবাহন চলাচলে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি।	অনধিক ০১ (এক)বছর কারাদন্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দন্ড হিসাবে ১০(দশ) পয়েন্ট কর্তন।
৪০(৩)	কোনো সড়ক বা ফুটপাত বা ওভারপাস বা আন্ডারপাসে গাড়ি মেরামতের নামে যন্ত্রাংশ বা দ্রব্য বা মালামাল রাখিয়া বা দোকানের পশরা সাজাইয়া বা অন্য কোনোভাবে দ্রব্যাদি রাখিয়া যানবাহন বা পথচারী চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা।	অনধিক ০৩ (তিন) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----
৪০(৫)	সড়কের পার্শ্ববর্তী পথচারী চলাচলের জন্য নির্ধারিত ফুটপাতের উপর দিয়ে মোটরযান চালানো।	অনধিক ০১ (এক) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ০৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দন্ড হিসাবে ০৫(পাঁচ) পয়েন্ট কর্তন।
৪১(১) (ক)	নির্ধারিত এক্সেল ওজন (Axle Load)**এর** অতিরিক্ত ওজন বহন করিয়া মোটরযান চালানো বা চালাইবার অনুমতি প্রদান।	অনধিক ০২ (দুই) বছর কারাদন্ড বা অনধিক ০২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দন্ড হিসাবে ১০(দশ) পয়েন্ট কর্তন।

৪১(১) (খ)	রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে উল্লেখিত আনলেডেন ওজন পরিবর্তন করা।	অনধিক ০১ (এক) বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ০২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দণ্ড হিসাবে ১০(দশ) পয়েন্ট কর্তন।
৪২(১)	কোনো মোটরযান চালক বা মালিক বা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত শব্দমাত্রার অতিরিক্ত শব্দ সৃষ্টি করে এইরুপ কোনো যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বা হর্ণ মোটরযানে স্থাপন বা পুনঃস্থাপন বা ব্যবহার বা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান।	অনধিক ০১ (এক) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ০৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড।	-----
৪২(২)	সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক ঘোষিত নীরব এলাকা অতিক্রমকালে মোটরযান চালক কর্তৃক কোনোরুপ হর্ণ বাজানো বা উচ্চমাত্রার শব্দ সৃষ্টি করা।	অনধিক ০১ (এক) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ০৩ (তিন) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড।	-----
৪৩(১)	সরকার নির্ধারিত মাত্রা র অতিরিক্ত ধোঁয়া নির্গমন বা অন্য কোনো প্রকার নিঃসরণ বা নির্গমনকারী মোটরযান চালনার মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ করা।	অনধিক ০১ (এক) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ০৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দণ্ড হিসাবে ০৫ (পাঁচ) পয়েন্ট কর্তন।
৪৪(২)	নির্ধারিত পার্কিং এলাকা ব্যতিত অন্য কোনো এলাকায় মোটরযান পার্ক করা।	অনধিক ৫০০ (পাঁচ) শত টাকা অর্থদণ্ড।	
৪৪(৩)	যাত্রী ও পণ্য উঠানামার নির্ধারিত স্থান ও সময় ব্যতীত মোটরযান থামানো বা থামানোর অনুরোধ করা।	অনধিক ০১ (এক) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ০৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দণ্ড হিসাবে ০৫(পাঁচ) পয়েন্ট কর্তন।
৪৬(১)	মোটরযান চলাচলের সাধারণ নির্দেশাবলী অমান্য করা।	অনধিক ০৩ (তিন) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দণ্ড হিসাবে ০৫(পাঁচ) পয়েন্ট কর্তন।
৪৬(২)	মোটরযান চলাচলের সাধারণ বিষয়সমূহ অমান্য করা।	অনধিক ০১ (এক) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ০২ (দুই) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দণ্ড হিসাবে ০৫(পাঁচ) পয়েন্ট কর্তন।
৪৬(৩)	(ক) আইন বা বিধি দ্বারা অনুমোদিত প্যাকিং বা বিশেষ সতর্কতা বা নির্ধারিত বিশেষ যান বা নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত কোনো বিস্ফোরক বা দাহ্য পদার্থ মোটরযানে পরিবহন করা; (খ) আইন বা বিধি দ্বারা অনুমোদিত প্যাকিং বা বিশেষ সতর্কতা বা নির্ধারিত বিশেষ যান বা নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত কোনো বিস্ফোরক বা দাহ্য পদার্থ মোটরযানে পরিবহন করার ফলে দুর্ঘটনা সংঘটিত হইলে।	অনধিক ০৩ (তিন) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড; অনধিক ০৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দণ্ড হিসাবে ১০(দশ) পয়েন্ট কর্তন; লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দণ্ড হিসাবে ১০(দশ) পয়েন্ট কর্তন।
৪৭।	বীমা ব্যতীত মোটরযান চালানো।	অনধিক ০৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দণ্ড হিসাবে ০৫ (পাঁচ) পয়েন্ট কর্তন।

৫০(৩)	অনুমোদন ব্যতীত মোটর ড্রাইভিং স্কুল প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনা করা।	অনধিক ০১ (এক) বছর কারাদন্ড বা অনধিক (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----
৫১(২)	অনুমোদন ব্যতীত মোটরযান মেরামত কারখানা প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনা করা।	অনধিক ০১ (এক) বছর কারাদন্ড বা অনধিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----
৫১(৩)	কোনো মোটরযান নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবৈধভাবে মোটরযানের নির্ধারিত মান বা বিনির্দেশের কোনোরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন বা পরিমার্জন বা সংযোজন বা বিয়োজন করা।	অনধিক ০১ (এক) বছর কারাদন্ড বা অনধিক ০২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----
৫৩(১)	এই আইনের তফসিলে অন্তর্ভুক্ত হয়নি কিন্তু এই আইনে উল্লেখ আছে এইরুপ ধারা এবং এই আইনের অধীন প্রনীত বিধির কোনো বিধান লঙ্ঘন।	অনধিক ০৩ (তিন) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ০৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----
৫৪(১)	বিপদজনকভাবে অথবা বেপরোয়াভাবে মোটরযান চালানোর কারণে সংঘঠিত দুর্ঘটনার ফলে প্রাণহানি ঘটিলে বা গুরুতর আহত হইলে।	এই সংক্রান্ত অপরাধসমূহ দন্ডবিধি, ১৮৬০ (The Penal Code, 1860) অনুযায়ী অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দন্ড হিসাবে ২০(বিশ) পয়েন্ট কর্তন।
৫৪(২)	নির্ধারিত গতিসীমার অতিরিক্ত গতিতে বা বেপরোয়াভাবে বা বিপজ্জনকভাবে ওভারটেকিং বা ওভারলোডিং বা অন্য কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণহীন মোটরযান চালা নোর কারণে কোনো দুর্ঘটনা সংঘটিত হইলে (প্রাণহানি ও গুরুতর আহত ব্যতীত)।	অনধিক ০১ (এক) বছর কারাদন্ড বা অনধিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দন্ড হিসাবে ১০(দশ) পয়েন্ট কর্তন।
৬৬	কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই আইনের বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করা অথবা বাস্তবায়নে বাধা প্রদান অথবা চাহিত তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো বা ভুল তথ্য পরিবেশন করা।	অনধিক ০৩ (তিন) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ০৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড।	-----

======